দাহ না সমাধি ?

মরণ অনিবার্য্য। জন্ম হইলেই মৃত্যু, জগতের ইহা অখণ্ডনীয় নিয়ম। মনুষ্য-জীবনে কিন্তু দেখা যায় যে, মৃত্যু-নিয়ম অখণ্ডনীয় হইলেও মৃত্যুকে কেহ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে না, এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে সচরাচর লোকে দুঃখ-সাগরে ভাসমান হয়। যখন আমাদের কোন আত্মীয় কিম্বা প্রিয়জনকে রোগে শোকে অভিভূত, বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত, জীবনের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত দেখি, তখন আমাদের কখন কখন মনে হয় বটে যে,যত শীঘ্র তিনি জীবনলীলা সংবরণ করেন, ততই ভাল ; কিন্তু সে ভাল তাঁর পক্ষে ; আমাদের যাহারা বাঁচিয়া থাকি, তাহাদের পক্ষে নয়। তাহা না হইলে বৃদ্ধ পিতা মাতার বা অন্য কোন আত্মীয়ের দুঃখময় জীবনের অবসান হইলে আমরা চক্ষুর জল ফেলি কেন? অনেক সময় শোকে অধীর হই কেন ?

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কোনও নিয়মের অধীন নয়। যদি ইহা অগ্র পশ্চাৎ নিয়মের বশবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে মানবজীবনের কষ্টের কতক লাঘব হইত। অমুক আগে আসিয়াছে, অতএব পশ্চাদাগত সকলের আগে উহার চলিয়া যাওয়া উচিত, মৃত্যু-রাজ্যে এ মিয়ম খাটে না। এ নিয়ম যদি খাটিত, তাহা হইলে বিষাদপুর্ণ মানব-জীবনের বিষাদপূর্ণতার কিঞ্চিৎ উপশম হইত। আমরা অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্র নর, ভগবানের রাজ্য যে সকল নিয়ম দ্বারা চালিত, তাহার অধিকাংশই অবগত নহি ; কাজে কাজেই তাঁহার শাসনপ্রণালীর সমালোচনা করা—তাঁহার নিয়মাবলীর উপর মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই,অভাগিনী মাতা সন্তান হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন, শিশু সন্তান পিতা মাতা হারাইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইতেছে, তখন কি আমাদের অন্তঃকরণে স্বতঃই এই ভাব উদিত হয় না যে, হয়ত অকাল মৃত্যু না থাকিলে—হয়ত মরণের সময় অসময় থাকিলে জীবনভার কিঞ্চিৎ কম অসহনীয় মনে হইত, জীবন-মরুতে একটা বেশী মরুদ্বীপ (ওয়েসিস) থাকিত।

মৃত্যু দেখিলেই সচরাচর লোকের কষ্ট হয়। কোন একজন অজ্ঞাত অপরিচিত লোকের মৃত্যুসংবাদ পাইলেও বুকটা ‘ধড়াস’ করিয়া উঠে ; আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই। কিন্তু আমাদের প্রথা এই যে, অশীতিপর বৃদ্ধই মৃত্যুমুখে পতিত হউন, কিম্বা সুকুমার শিশুই মাতার ক্রোড় হইতে চলিয়া যাউক, মৃত দেহ পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে হইবে। জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধের দেহ, রমণীয় শিশুর দেহ এবং কমলপ্রতিমা যুবতীর দেহ, সকল দেহেরই পরিণাম এক। মৃত্যুর পর সকলকেই

ছাই হইতে হইবে, হিন্দু সমাজের এই সাধারণ নিয়ম। জানি এ প্রথা অনেকটা চিরাগত। পুরাবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন জগতে মিশরবাসীদের মধ্যে শব-রক্ষার প্রথা ছিল; ইহুদীদের মধ্যে ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত কবরে মৃতদেহ স্থাপিত হইত, চীনদিগের মধ্যে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; কিন্তু গ্রীক, রোমক ও হিন্দুদের মধ্যে দাহ করার প্রথাই প্রবল ছিল বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ হইতে শব-দাহ প্রথা উঠিয়া যায়। খ্রীষ্টানেরা মানবদেহের পুনরু-ত্থানের কথা বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মের জন্মস্থান ইহুদিয়াতে সাধারণতঃ কবরের প্রথা প্রচলিত ছিল; কাজে কাজেই খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট-জগতে দাহের প্রথা উঠিয়া গিয়া কবরের প্রথাই ক্রমে ক্রমে গৃহীত হয়।

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থান পায় নাই। যে কারণে খৃষ্টানদের মধ্যে কবরের প্রথা চলিত হয়, অনেকটা সেই কারণেই মুসল-মানদের মধ্যেও ঐ প্রথা চলিত হয়; কিন্তু মুসলমানেরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের রাজা থাকিলেও মুসলমান-ধর্ম্ম কখনও হিন্দু-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সেই জন্য ভারতে (অবশ্য হিন্দুদের মধ্যে) সেই প্রাচীন দাহপ্রথা প্রবল রহিয়াছে।

দাহপ্রথা যে বৈজ্ঞানিক এবং সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, তাহা এখন সভ্য জগতে স্বীকৃত হইয়াছে। যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে জীবিত লোকেরই ক্রমে স্থানাভাব হইবে; অনেক দেশে এখনই তাহা হইয়াছে; এ অবস্থায় মৃতের সমাধির জন্য স্থান নষ্ট করা উচিত কিনা তাহা আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। আর এক কথা—সমাহিত মৃতদেহ ক্রমে পচিতে থাকে এবং ভূমি ও জল কলুষিত করে। ইহা ত সাধারণ নিয়ম; কোন সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তির দেহ সমাহিত হইলে যে উহা কতদূর অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়ে, তাহা বলা যায় না। এই সব কারণে ইউরোপে অনেক বৈজ্ঞানিক—বৈজ্ঞানিক কেন, অনেক অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমান্ লোকও দাহপ্রথার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রথা যাহাই হউক না, বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, দাহপ্রথা অনেক সময় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়। যাহাকে পোড়াইয়া ফেলা হইল, তাহার বাহ্যিক চিহ্ন জগৎ হইতে লোপ পাইল। যে শ্মশানে তাহাকে দাহ করা হইল, সেই শ্মশানে দাহ-কৃত অন্য সকল লোকের ভস্মের সঙ্গে তার ভস্ম মিশিয়া গেল। যখন শোকের জ্বালায় প্রাণ ছটফট করে, তখন মনে হয় মৃত প্রিয়জনের দেহ যেখানে আছে, সেইখানে গিয়া একটু কাঁদিয়া আসি। কিন্তু যাহাকে পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার দেহের ত চিহ্ন-মাত্র নাই। যে স্থানে তার চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই স্থানে তার পর কত শত

জনের চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছে। তার চিতা ভস্মের সঙ্গে কত লোকের চিতাভস্ম মিশ্রিত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার দেহ যদি ভস্মসাৎ না হইয়া সমাহিত হইত, যদি সমাধিক্ষেত্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে তার শরীর নিহিত আছে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেইখানে গিয়া তার কবরের উপর অশ্রু বর্ষণ করিতে পারিলে যেন শোকদগ্ধ প্রাণে একটু শান্তি আসিত বোধ হয়।

রোমকদের এবং অন্য কোন কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে এক সুন্দর প্রথা প্রচলিত ছিল। কোন মৃত ব্যক্তির দেহ ভস্মীভূত হইলে পর অনেক সময় আত্মীয়-গণ তাহার চিতাভস্ম একত্র করিয়া এক পাত্রে রক্ষা করিতেন এবং ঐ পাত্র কোন পবিত্র স্থানে স্থাপিত হইত। এই পদ্ধতিতে সমাধির যে সব দোষ তাহা পরিহার করা হইত, অথচ প্রিয়জনের দেহাবশেষ সযত্নে রক্ষিত হইত। কোন স্থান পরি-ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলে এরূপ অবস্থায় ভস্মপাত্রটী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কালনায় বর্দ্ধমানের রাজাদিগের চিতাভস্মের উপর নির্ম্মিত সমাধিমন্দির অনেকে দেখিয়াছেন। সকলে যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় এরূপ মন্দির বৃথা জাঁকজমক ও হৃদয়হীন আড়ম্বরের চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়। অনেকের পক্ষে পবিত্র ভাবে স্থাপিত ভস্ম-পাত্রই যথেষ্ট, ইহার অধিক তাঁহারা আর কিছু চান না।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা অনেকের নিকট পাগলামি মনে হইতে পারে; অনেকে হয় ত উহা বৃথা বা অন্যায় মোহ বলিবেন; কিন্তু যাঁহারা ভাল বাসিয়াছেন ও হারাইয়াছেন এরূপ অনেকের হৃদয়ে আমার বাক্য প্রতিধ্বনিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

সমাধি যে অবৈজ্ঞানিক ও বহু-অনিষ্ট-কর, তাহা জানি; কিন্তু মানব-হৃদয় সর্ব্বদা বিজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে চাহে না এবং মানবসমাজ সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান-পরিচালিত হইলে যে বড় সুখের হইবে, তাহাও মনে হয় না। যাহা হউক মস্তিষ্কের দিক্ হইতে দেখিলে দাহপ্রথা প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে ও হৃদয়ের দিক্ হইতে সমাধিপদ্ধতি চিরকালই ভাল বলিয়া মনে হইবে।

সাধুবচনসংগ্রহ।

অপরাধ পাইলেই করিলে দণ্ডন,
তবে আর ক্ষমাগুণে কিবা প্রয়োজন? ৫৬

নিকৃষ্টে বসাও যদি সমান আসনে,
রাখিবে সে তাহে তার দাবি প্রাণপণে। ৫৭

কুক্কুরে করাও যদি ঘৃতান্ন আহার,
পাতের প্রসাদে হবে অরুচি তাহার। ৫৮
যে করে নির্ভর আপনার সাধুতায়,
পৃথিবী হইলে শত্রু পায় না সে ভয়। ৫৯
কর্ত্তব্যেতে একবার যে পেয়েছে রস,
তার কাছে তুচ্ছ কথা ধন মান যশঃ। ৬০
ডুবিয়াছে যেই জন তাত্ত্বিক চিন্তায়,
আর কি সে ছাড়ি তাহা ভাসিবারে চায়।৬১
বাহিরে কালির দাগ ধুইলেই যায়,
অন্তরের কালি থাকে বজ্রলেপ প্রায়।৬২
কুজনের মিষ্ট কথা বড়িষের টোপ,
শুনিলেই সর্ব্বনাশ ধন প্রাণ লোপ। ৬৩
মুখে মধু বুকে ছুরী বন্ধুটী তোমার,
বাঁচিলে তাহার হাতে কৃপা বিধাতার। ৬৪
জনমে স্বার্থের লাগি বন্ধুতা যেখানে,
ঘুচিলে সে স্বার্থ রহে বন্ধুতা কেমনে? ৬৫
যাহারে করিয়া সেতু হলে নদী পার,
এখন সে সেতু রাখি কাজ কি তোমার?৬৬
যত দিন রুগ্ন ছিলে বৈদ্য ভাল ছিল,
আরোগ্যের সঙ্গে তার দোষ বাহিরিল।৬৭
জুটিত না অন্ন যবে, পান্তা ছিল মিষ্ট,
এখন খাইতে হয় দুধ ভাতে কষ্ট। ৬৮
ওরে কাচ, ছিলে তুমি রাজার মুকুটে,
মণি বলে পরিচিত তাই ছিলে বটে? ৬৯
যত দিন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিলে চোর,
ভয় ভক্তি পূজা কেবা না করিত তোর?৭০
ব্রাহ্মণের ঘরে ছিলা নারায়ণ শিলা,
চণ্ডালের হাতে পড়ি পাথর হইলা। ৭১
নরমুণ্ডে সিংহাসন গঠিত যাহার,
বলিতে হইবে তারে ধর্ম্ম অবতার। ৭২
ডুব দিয়া জল খাও কর একাদশী,
লোকেতে বলিবে তুমি আছ উপবাসী।৭৩
সহজে পরের বাড়ী চোর ধরা যায়,
আপনার ঘরে চোর ধরা বড় দায়। ৭৪
বাহিরের অস্ত্রাঘাত ফিরাবে সাহসে,
পেটের ভিতরে ছুরী সামালিবে কিসে?৭৫
যতক্ষণ মানবের কণ্ঠে বহে শ্বাস।
আশার আশ্বাসবাণী সে করে বিশ্বাস ৭৬
ধনে, জনে, যশোমানে অন্ততঃ জীবনে,
না থাকিলে ভালবাসা কে বাঁচিত প্রাণে?৭৭
কর্ম্মে সুখ কুকর্ম্মে দুঃখ স্বরগ নরক,
কর্ম্মযোগে হলে সিদ্ধ তবেত সাধক। ৭৮
গ্রহ তারা তরু লতা অনিল অনল,
নীরবে কর্ত্তব্যপথে চলিছে সকল।৭৯
ছুরী কাঁচি যত খাটে তত ভাল রয়,
নিষ্কর্ম্মে মরিচা ধরে অকর্ম্মণ্য হয়। ৮০
কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ যোগ সবার উপরে,
নিষ্কাম হইয়া যদি পার খাটিবারে। ৮১
কালক্ষয়, বলক্ষয়, জীবনের ক্ষয়,
বুদ্ধি বিবেচনা ক্ষয় দুশ্চিন্তায় হয়। ৮২
সাহস, উৎসাহ, আয়ু, আনন্দ নির্ম্মল,
বলবুদ্ধি, এ সকল সুচিন্তার ফল। ৮৩
কি হেতু মলিন মুখ উৎসাহবিহীন,
রবে না দুঃখের দশা আসিছে সুদিন।৮৪
জলে যদি পড়িয়াছ; কি ভাবিছ আর,
বাহুতে থাকিতে বল ছেড় না সাঁতার।৮৫
চল, চল, পথ নহে বিশ্রামের স্থান,
ভ্রমণ হইলে শেষ জুড়াইবে প্রাণ। ৮৬
মরিচ বেগুণ ফলে মাস দুই পরে,
তাল নারিকেল ফলে যুগযুগান্তরে। ৮৭
যার যেই অনুষ্ঠান সেইরূপ ফল।
রোপিলে তেঁতুল গাছ, ফলে না শ্রীফল।৮৮

এখন অদৃষ্ট বলি ভাবিতেছ যাহা,
পূর্ব্বগত পৌরুষের পুরস্কার তাহা ৮৯

দন্ত নাই, দৃষ্টি নাই, দেহে নাই বল,
বিলাসের নামে বৃদ্ধ তথাপি পাগল। ৯০

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

(৪৮১-৮২ সংখ্যা—১৬৮ পৃষ্ঠার পর)

(৩)

সেই অবধি তারা দেবীর সহিত বিনায়ক রাওয়ের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। কখনও প্রভাতে তারা আপনার গৃহ-প্রান্তের কুসুম কাননে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত থাকিত, তখন হয়ত বিনায়ক সেই পথে যাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া দুটি কথা কহিয়া যাইতেন। কখনও সন্ধ্যায় শৈল-তলে দুই জনেই ভ্রমণে যাইতেন, সহসা কোন স্থানে সাক্ষাৎ হইত। তারা দেবী অতি সাবধানে দুটি একটি কথা কহিত, যেন সে সবলে হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিত। সেই গর্ব্বিত মুখের ভাবে কোমলতার কি মধুর শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছিল! সহসা যেন বালিকা বয়স তাহাকে ত্যাগ করিয়া কিশোরের মধুর স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল। সে অধিক কথা না কহিলেও বিনায়কের তৃষিত দৃষ্টির তলে চক্ষু অবনত করিয়া থাকিত, সহসা কারণে অকারণে কপোলে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিত। যদি কখনও উভয়ের দৃষ্টির সহিত উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইত, তাহা হইলে উভয়ে সেই গভীর অসীম প্রণয়ের কিনারা পাইত না। উভয়ের ভাব উভয়ের নিকট আর গোপন নাই। তারা সেই কঠিন হৃদয়ে প্রণয়-দেবতার মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছে। প্রস্তরের অঙ্কিত চিত্র কি কখনো মুছিবার? আর বিনায়ক, তিনিত প্রথম দর্শনেই তাঁহার হৃদয় মন সমস্ত সেই বালিকার চরণে সমর্পণ করিয়াছেন।

একদা মধ্যাহ্নে তারা ও তাহার জননীতে কথা হইতেছিল। তারা দেবীর জননী বলিলেন—

"তারা, এখন যে বড় আর বিনায়ক রাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ নাই"

সবিস্ময়ে তারা দেবী বলিল—

"কে বলিল মা?"

"কেন যে দিন তিনি রণবিজয়ী হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, সে দিনের সমারোহ দেখিয়া তোমার কি প্রকার ভাবান্তর হইয়াছিল, মনে আছে কি?"

আনতআননে তারা দেবী বলিল—

"সে দিনের কথা আর বলিও না মা। আমার নিজের উপর ঘৃণা জন্মে। শুনিয়াছ ত এ দেশের সকল লোক বিনায়ক রাও ও তাঁহার পিতার দয়ালুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের যশোগান করিতেছে। আশ্রিত দরিদ্র প্রজাদিগের গৃহে গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা

করিয়া জানিয়াছি, তাহারা বলে এমন দয়া তাহারা জীবনে কখনো পায় নাই। এখন বুঝিয়াছি ঈশ্বর যাহা করেন, সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন।"

"অবশ্য এ একপ্রকার ভাল হইয়াছে, তোমার পিতার অবর্ত্তমানে এ সকলকে আমরা দুইজনে কি দেখিতে পারিতাম? তুমি কি শুনিয়াছ যে, রাণী আমায় মাসিক প্রদান করিতে চান।"

"ছি ছি! আমরা তাহা কেন লইব? আমাদের এই দরিদ্রতাই ভাল। অনন্ত দেবের স্ত্রী কন্যা কি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর-প্রত্যাশী হইবে?"

"আমার আর ভাবনা কি? তোমায় সুপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

"আমি কখনো বিবাহ করিব না।"

মৃদু হাসিয়া জননী বলিলেন—

"কখনো করিবে না, কোনও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ?"

তারা দেবী তীব্র স্বরে কহিল—

"মা"

সেই মত মৃদু হাসিয়া জননী বলিলেন—

"আমার কাছে কি তোমার মনের ভাব গোপন রাখিতে পারিবে? আমি এত দিনে তোমার মুখের পরিবর্ত্তনে—তোমার সকল ভাবের পরিবর্ত্তনে সব কি লক্ষ্য করি নাই? ঈশ্বরের নিকট আমারও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, তোমার মনোনীত ব্যক্তিকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া রাজপুত ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিও।

তারা দেবী নিতান্ত অপরাধী শিশুর মত দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বক্ষে মুখ লুকাইল।

জননী সস্নেহ দৃষ্টিতে কন্যার প্রতি চাহিয়া তাহার সেই ঘন আলুলায়িত কুন্তল ললাট ও নয়ন হইতে সরাইয়া কহিলেন—

"কল্য প্রভাতে সূর্য্যমলের স্ত্রী মায়া দেবী কুমারী ব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন। এ দেশের সকল কুমারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তোমাকেও বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

উঠিয়া বসিয়া তারা দেবী বলিলেন—

'না মা, আমি আর সে গৃহে যাইতে পারিব না। আমাদের আজন্মের সেই স্নেহের প্রাসাদে আমি কোন্ মুখে ভিখারিণীর বেশে যাইব?"

"ভিখারিণীর বেশে কেন যাইবে? তুমি সেই প্রাসাদের রাণী ছিলে, তুমিই রাণী হইবে।"

কাতরকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণনয়নে তারা বলিল—"না মা! আমি যাইব না।"

জননী সহাস্যে বলিলেন—

"আমি শুনিয়াছি এই কুমারীব্রতের নামে মায়াদেবী ভাবী পুত্রবধূ মনোনীত করিবেন। কারণ, শুনিয়াছি বিনায়ক রাও নিজে গোপনে কন্যা দেখিয়া মনোনীত না করিলে বিবাহ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।"

ওমা আমি সত্য সত্যই কি ভিখারিণী যে সেই লোভে যাইব?"

"তুমি কিছুতেই যাইবে না আমি তাহা জানিতাম, কিন্তু স্বয়ং সূর্য্যমল আসিয়া আমায় অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।"

"সে কি? এ দুর্গাধিপতি কি তোমার পরিচিত?"

"হাঁ সূর্য্যমল আমার রাখী ভাই।"

"এত দিন আমায় বল নাই কেন?"

"আমার আর এ অবস্থার পরিচয় দিবার আবশ্যক ছিল না। তবে তিনি কি প্রকারে সন্ধান লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তোমায় পুত্রবধূরূপে বরণ করেন—

তারা দেবী ছুটিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

প্রভাতে সেই দুর্গপ্রাসাদে মহা সমারোহ। গৃহপ্রাঙ্গণ কুসুমমাল্যে ও আম্রশাখায় সুসজ্জিত হইয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে সারি সারি কুমারীগণ আসিতেছে—কেহ বসিতেছে, কেহ বা ভ্রমণ করিতেছে। দুর্গাধিপতির সহধর্ম্মিণী পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া হীরকালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। কুমারীগণ একে একে প্রায় সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল, গৃহপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত বসনে, উজ্জ্বল অলঙ্কারে, কুসুমগন্ধে পরিপূর্ণ হইল। সহসা এই সামান্য শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া মূর্ত্তিমতী শ্রীরূপিণী এ বালিকা কে? মায়াদেবী অনিমেষলোচনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন; সহসা দৃষ্টি দূরে পড়িল, বিনায়ক রাও লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া জননীকে ডাকিতেছেন। এক হস্তে মাঙ্গলিক ঘট ও অন্য হস্তে পুষ্পমালা ধরিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিলে বিনায়ক রাও কহিলেন—

"মা এই তিনি।" সস্নেহে একমাত্র পুত্রের প্রতি চাহিয়া মায়াদেবী বলিলেন "কে?"

"তারাদেবী, অনন্তদেবের কন্যা—আমায় আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না মা।" লজ্জায় বিনায়ক মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

"ঈশ্বর তোমাদিগকে অনন্ত সুখে সুখী করুন" এই বলিয়া হস্তস্থিত মঙ্গল ঘট ও পুষ্পমাল্য আপনার পুত্রের মস্তক স্পর্শ করাইয়া পুনরায় মায়াদেবী ফিরিয়া আসিলেন—আসিয়া সেই আনতমুখী তারাদেবীকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন ঃ—

"এস মা লক্ষ্মী, তোমার পাদস্পর্শে আমার গৃহ শ্রীসম্পন্ন হউক।" সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে বরণ করিয়া সমাদর করিলেন। শরমে তারাদেবী আর মুখ উঠাইতে পারিলেন না।

কুমারী-ব্রত সমাপন হইয়া গেল। কুমারীগণ নববস্ত্রে, নব অলঙ্কারে, পুষ্পমাল্য, সিন্দুরবিন্দু ও চন্দনে ভূষিত হইয়া, সেই দুর্গপ্রাসাদের চারি দিকে নক্ষত্রমালার মত ছড়াইয়া পড়িয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের উচ্চ হাস্যরবে, অলঙ্কার-ধ্বনিতে প্রাসাদ সজীব হইয়া উঠিল।

এ সময় তারাদেবী কোথায় ?

সে ধীরে ধীরে কুমারী বরণের পর বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, প্রাসাদের উদ্যানে প্রবেশ করিল। এই তাহার কত যতনের দ্রব্য, কত পুষ্পফলে বিভূষিত, বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কুজিত, শ্যাম শস্পরাজিতে সজ্জিত, সেই নয়নাভিরাম উদ্যান। সেই উদ্যানের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, স্বচ্ছ কাচের মত নীল জলরাশি মৃদুসমীরণস্পর্শে থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছে। সযত্নে পালিত মৎস্যদল সরোবরের কূলে কূলে সোপানের নিকট বিচরণ করিতেছে। সরোবরের দুই পার্শ্বে শানবাঁধান অতি পুরাতন দুইটি পুষ্পিত বকুল বৃক্ষ। তারাদেবী সজলচক্ষে চারি দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সেই ঘন ছায়াবৃত বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল, একমনে জলরাশির প্রতি চাহিয়া রহিল, সহসা স্মৃতিমথিত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া রুদ্ধ অশ্রুজল উথলিয়া পড়িল, তখন সেই সুকোমল দুইটি করে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া আকুল আবেগে তারা কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় কে আসিয়া তাহার সেই আলুলায়িত পুষ্পমাল্যভূষিত কুন্তলে কর স্পর্শ করায় চমকিত হইয়া তারা ফিরিয়া চাহিল ? সম্মুখে বিনায়ক, তাহার দৃষ্টি নত হইল। সেই শিশির সিক্ত কমলের মত আননের আরক্তিম আভায় কি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল ! মন্ত্রমুগ্ধের মত বিনায়ক তারাদেবীর দুইটি হস্ত আপনার হস্তে ধারণ করিয়া সেই গভীর প্রণয়পূর্ণ নয়নে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—

"তারা—তারাদেবী।"

তখনো তারার নয়নাশ্রু শুষ্ক হয় নাই, সে সেই কণ্ঠস্বরে চকিতে ফিরিয়াচাহিল। উভয়ের নয়নের দৃষ্টি মিলিত হইল। উভয়ে কি সে দৃষ্টিতে প্রণয়ের কূল পাইলেন ?

তাহার পর আর কি ? দুইটি উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণী শৈলবক্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া নানা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া সহসা এক বনপথে মিলিত হইয়া গেল। দুইটি হৃদয় বীণাযন্ত্রে একই মধুর রাগিণী বাজিতেছিল, দুইটি সুর মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল।

অসার ধরণী মাঝে সবি হবে লয়,
শুধু পুণ্যভরা এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ভাই ফোঁটা।

অভিধানে ফোঁটা শব্দটীর তত সমাদর নাই। এক ফোঁটা জল—এক ফোঁটা চিনি বলিতে জল ও চিনির অতি সামান্য পরিমাণকে জ্ঞাপন করে মাত্র। আকৃতি

ক্ষুদ্র হইলেই যে ক্ষমতাও ক্ষুদ্র হইবে, তাহা নহে। পদ্মপলাশলোচন যতই প্রশস্ত হউক না কেন, তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ফোঁটাটী সমস্ত দর্শন কার্য্য নিষ্পন্ন করে; নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও সে অনন্তের দৃশ্য প্রদর্শন করে। তেমনি রসাস্বাদন-লোলুপ রসনা আপনার লম্বমান আকৃতির জন্য জগতে যতই বিড়ম্বিত হউক না কেন, তাহার রসাস্বাদন-শক্তি কিন্তু তদগ্রভাগস্থ ক্ষুদ্র স্নায়ুবিন্দু বা ফোঁটার মধ্যে লুক্কায়িত। বাঁশী, বেহালা, বীণা, সেতারা প্রভৃতি মধুর যন্ত্রগুলি কেবল ঝন্ ঝনা শব্দে পর্য্যবসিত হয়, যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি-সঙ্ঘাত ফোঁটার মত ঘাটে ঘাটে না পড়ে। এই ফোঁটার শক্তি কম নয়। কালী কলম লইয়া কিছু লিখিতে বসিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ সু-মোহন বেশ ভূষাতে পরিশোভিত হইয়াও যেন মনের অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাছে আসিয়া চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং অনতিপ্রশস্ত কপালখানি বাড়াইয়া দিয়া আধ আধ স্ফুট বা অস্ফুট স্বরে বলে 'একটা ফোঁটা।' কেউবা অতি কষ্টে তিলফুল-জিনি-নাসা কুঞ্চিত করিয়া অনুনাসিক স্বরে বলে "ফোঁ—তা।" হংসপুচ্ছাগ্র-ভাগ বা লৌহবিনির্ম্মিত লেখনী সংযোগে কাল বা লাল রঙ্গের কালীর একটী ফোঁটা ললাটপ্রান্তে ধারণপূর্ব্বক, দন্ত-পাতি বিকাশিত করিয়া মনের আনন্দে পুনরায় ভাঙ্গা খেলা পাতিয়া লয়।

তিথি নক্ষত্র সংযোগে এই ফোঁটার মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সপ্তমী অষ্টমীত প্রতি মাসে প্রতি পক্ষে আসিতছে যাইতেছে, কিন্তু শরতের শুক্ল অষ্টমীর মাহাত্ম্যের সহিত কি তাহার তুলনা হয়? এই শরৎ কেবল নিজে হাসে, নিজে খেলে, তাহা নয়; ইহার আশ্রিত ধরণী-বক্ষবিহারী শোকতাপগ্রস্ত নরনারীকেও হাসাইয়া খেলাইয়া শান্ত দান্ত দেবভাবাক্রান্ত করিয়া তোলে।

ভগবানের বিধানে যম মহাশয় আমাদের ধর্ম্মরাজ। তাঁহার বিচারে বা অবিচারে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। সুখ-সমৃদ্ধি আমোদ আহ্লাদের মধ্যে যখনই মনে হয় "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর," তখনই সাপের মাথায় ধূলি-পড়া পড়ে, মানুষগুলি যেন জীবন্তে মরিয়া যায়। সেতারের সপ্তমে চড়ান ঝিলের তারটা হঠাৎ যেন ঝনাৎ করিয়া ছিঁড়িয়া কুঞ্চিত হইয়া যায়। যমের কি ভীষণ প্রতাপ !!! নাহি বা হবে কেন? ইনিতো ব্রহ্মা বিষ্ণুরই পরে বা তাঁহাদের উপরে। সংহার ভিন্ন আরত কোন কর্ম্ম নাই। তাই কাণা যেমন শোনে ভাল, বধির যেমন দেখে ভাল, তেমনি সাত না পাঁচ না—একটা শক্তি পাইয়া তাহার প্রতাপ কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। যাহা বলিতেছিলাম, এই যম রাজার বিক্রম কম নয়; অগণ্য সৈন্য সামন্ত অশ্ব-গজ অস্ত্র শস্ত্র পরিবেষ্টিত পৃথিবীর রাজগণ সীমান্ত বা সীমাগ্র সংগ্রামে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু

যম-কিঙ্করের হাত এড়াইবার সাধ্য কাহারো নাই। এখানে শ্বেত কৃষ্ণের একই পরিণতি!! বঙ্গনারীগণের এক নাম অবলা, কিন্তু বঙ্গের হিন্দুর স্ত্রী-দেবতাদিগের নাম শক্তি। এই অবলা ললনার চরিত্রে দেবশক্তি বা মাহাত্ম্যও বিরল নহে। শরতের শুক্ল পৌর্ণমাসী স্নিগ্ধ জোৎস্নালোকে আপনার বিভব বিকাশিত করিয়া ধরণীকে পুনরায় কৃষ্ণ পক্ষের ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন করিল। শুভ্র রজতপ্রভাবিনিন্দিত শারদীয় জ্যোৎস্না-মাখান ধরণী-অঙ্গ নির্জীব হইয়া পড়িল। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, কাজেই অমানিশায়ও অবসান হইল, আবার চাঁদিনীর হাসি ফুটিল। আঁধারের পর আলোকের—মৃত্যুর পর জীবনের এই নব উদ্গমের প্রারম্ভকালে অবলাকুল যেন মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথি এই শক্তিসঞ্চারের শুভক্ষণ। এই শুভক্ষণে ভ্রাতৃবৎসলা বঙ্গবালাগণ স্বীয় স্বীয় ভ্রাতার জীবনের আঁধার ঘুচাইবার জন্য—তাহাকে যমের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য,—যমের রাজশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া ভ্রাতৃপ্রেমের মহাশক্তি বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত। বঙ্গ রমণীগণ অসূর্য্যম্পশ্যা। তাঁহাদের হৃদয় মনের স্নিগ্ধতা বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পর্য্যন্ত কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। শরীরে সূর্য্যের প্রখর কিরণও সহ্য হয় না, নিরন্তর গৃহাভ্যন্তরে আলম্বিত কেশদাম ও বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া কোণের বধূ কোন-মতে দিনপাত করেন। এই স্নিগ্ধতা কমনীয়তা বা রমণী-সুলভ-ভীরুতা ভ্রাতৃ-স্নেহ-বিগলিত হইয়া মহাসিন্ধুর প্রবল তরঙ্গের মত শক্তি লাভ করতঃ মৃত্যুর কঠিন পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে উদ্যত! সম্বল, ভ্রাতৃপ্রেম—অস্ত্র, বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির একটী ফোঁটা, ঘৃত-কর্জ্জল-চন্দন-চর্চ্চিত সুমোহন-সুস্নিগ্ধ-সুরভি-সঞ্জাত সুর-নর-বাঞ্ছিত একটী ফোঁটা। বাঙ্গালার ভাগ্যে ব্যবহারের দোষে, ভ্রাতৃ-প্রেম বলিতে ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার প্রেমের কথা বড় একটা বুঝায় না। ইহার একটা প্রধান কারণ এই ভগ্নীগণ পিতা মাতার স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার জন্য, কেউ বা গৌরী, কেউ বা রোহিণীরূপে, অপরিণত বয়সেই পতির হস্তে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ প্রদত্ত হন। ভ্রাতৃগণ কেহ বা তাঁহাদের গৃহান্তর গমনের পর, কেহ বা তাঁহার অল্পকাল পুর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিবার অবসর কোথায়? জন্মিলেও বা অনুভবের শক্তি তখন কোথায়? ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দের উচ্ছেদ ঘটে বলিয়াই বুঝি সংবৎসর কাল অন্তর এই সহাস্য শুক্ল দ্বিতীয়া দিনে নারী-প্রেমের বিভিন্ন উৎস, অর্থাৎ পতিভক্তি, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতি শত প্রেমধারাকে একমাত্র ভ্রাতৃপ্রেমে কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিশেষ দিনে পতির সোহাগ মনে উঠে না, সন্তানের কোমল আহ্বান কানে পশে না, সংসারের আর দশ রকমের

আসক্তিতে প্রাণ বান্ধে না; কোথায় প্রাণের ভাই সুখে নিদ্রা যাইতেছেন প্রাণ কেবল তাহাই দেখে, তাহাই ভাবে এবং তাহারই জন্য লালায়িত হয়।

রজনীর অন্ধকার বিমুক্ত হইতে না হইতে, তরুণ অরুণ হাসি প্রকাশিত হইতে না হইতে ভ্রাতৃবৎসলা হিন্দুমহিলাগণ আপন মনে হাসিতে হাসিতে ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত! সম্বৎসরের সাধনলব্ধ স্বর্গের শুভাশীর্ব্বাদের ভাণ্ড, আপনার শঙ্খ-বলয় কঙ্কণনামক-আভরণভূষিত, সুবর্ণ-বর্ণ-বিনিন্দিত সুগোল সুঠাম হস্তে ধারণপূর্ব্বক, মৃদু মন্দ পদবিক্ষেপে অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে ভ্রাতৃপার্শ্বে উপনীত! কেন? ভাইয়ের কপালে দিবেন একটী ফোঁটা। এই আশঙ্কার মূলে দৈব শক্তি আছে। না হইলে এত স্পর্দ্ধা এত দম্ভ এত গর্ব্ব শমনের সঙ্গে খাটে কি? দক্ষিণ হস্তে ভ্রাতার মুখে এক গণ্ডূষ চরু বা অমৃত প্রদান, আর বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি সহযোগে ললাট-প্রান্তে একটী ফোঁটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান গর্ব্বিতস্বরে বলিতেছেন—

"ভাইয়ের কপালে দিয়ে ফোঁটা
যমের দুয়ারে দিলেম কাঁটা।"

যমের সাধ্য কি যে ভ্রাতৃস্নেহোম্মুক্ত সতী সাবিত্রীর কোমলকরস্পৃষ্ট ভ্রাতৃ-অঙ্গ স্পর্শ করে! এই স্থলে পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহ ভগিনীর অবরুদ্ধ স্নেহের ক্ষণিক সঞ্চারের নিকট পরাভূত। সরলা অবলাগণকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুরুষেরা কিনা সতত সংগ্রাম-রত, তাই তাহাদের প্রতি প্রকৃতির এই ভ্রাতৃ-উপহার অক্ষয় কবচ! বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতাপ্রিয় রমণীগণ অন্তঃপুরাবদ্ধকারী ভ্রাতৃগণকে তেমন স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে না পারেন, কিন্তু যে সময়ের ঘটনা উপলক্ষে এই স্বর্গীয় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই সময়ের চক্ষে ইহার গভীরতা দৃষ্টি কর। হতভাগ্য সেই পুরুষ—সংসার-সংগ্রামে, নিঃস্বার্থ সরলহৃদয়া ভগিনীর স্নেহাশীর্ব্বাদ যাহার শ্রান্ত মস্তকে বর্ষিত না হয়। ভ্রাতার উষ্ণ ললাটের ঘর্ম্মরাশি বিমুক্ত করিয়া স্নেহশীলা ভগিনীগণ শুভক্ষণে এই যে ঘৃত কর্জ্জল চন্দন-চর্চ্চিত একটী ফোঁটা দেন, সকল ভাইয়ে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন কি?

প্রকৃতি পুরুষ বা নারী নরের মধ্যে বিধাতা একটী নিগূঢ় যোগের প্রণালী সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। মাতৃস্নেহে এই যোগের আরম্ভ, ভগিনীর সরল সৌহার্দ্দে ইহার পুষ্টি বা বিকাশ, এবং ভার্য্যার সোহাগ-সম্ভার বিমিশ্রিত সপ্রেম সম্মিলনের মধ্যে ইহার তুষ্টি বা পরিণতি। আমরা এই সুবিস্তৃত যোগাবর্ত্তের মধ্যমাংশে অর্থাৎ ভগিনীর অনবরুদ্ধ নির্ম্মল-সরল-সঙ্কোচ বিহীন ভালবাসা হইতে নানা কারণে বঞ্চিত। তাই নিরবলম্ব নাতিদীর্ঘ এই মধ্য পথ অতিক্রম-ক্লেশে আমাদের দুর্ব্বল দেহ, প্রাণ মন, সমস্তই চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠে, এবং অকালে শেষ প্রান্ত দাম্পত্য প্রেমের গভীর আবর্ত্তে

পড়িয়া আত্মসংযম ও পত্নীতে পবিত্র প্রীতি সংস্থাপন করিতে সকল সময় সমর্থ হই না। বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান উল্লঙ্ঘন নিবন্ধন আমাদের হৃদয়জাত প্রেম পরমেশ্বরের পবিত্র চরণাঞ্জলীর যোগ্য হয় না।

আজ কাল পুরুষেরা সকলেই কেবল রূপে নহে, গুণগরিমাতেও উন্নত ভার্য্যা আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু সুসংকল্পিত তেমন "আদর্শ কনে" আদর্শ জননী না থাকিলে জন্মিবে কিরূপে?

তাই অনেকের হুঁস হইয়াছে এবং বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "ভাল মা চাই অগ্রে।" আমরা কি এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি, "ভাল ভগ্নী চাই মধ্যে?" সুমাতার শোণিত-সম্ভূতা কন্যাকে, সংসারের আব হাওয়াতে শক্ত সুদৃঢ় হইবার অবকাশ না দিয়া কাঁচা তরুতকে লতাটীর মত তাহাকে অপরিজ্ঞাত আব হাওয়ার মধ্যে একটা অপরিচিত বৃক্ষবৎ পুরুষের কণ্ঠে বান্ধিয়া দিলে আমাদের এই শুভাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম। আমরা একটা নূতন কথা পাড়িয়া প্রাচীন পরিবার-বন্ধনের বনিয়াদ ভাঙ্গিতে বলিতেছি না,— পারিবারিক বনিয়াদের অপরিহার্য্য ইষ্টকখণ্ড ভগিনীকে—অসময়ে আবর্জ্জনার মত তুলিয়া না দিয়া স্বস্থানে, উপযুক্ত কাল সাহায্যে রক্ষা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ইহাতে তাহাদের ভাল স্ত্রী হইবার এবং স্বামী হইবেন যাঁহারা তাঁহাদেরও সংযম শিক্ষা করিবার অবসর হইতে পারিবে।

"মায়ের পেটের ভাই
কোথা গেলে পাই।"

এই সুললিত প্রেমগাথা আমাদের গৃহের ভগিনীদিগেরই উক্তি। কাল-সহকারে এই গান আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু পরমেশ্বরের আনন্দনিকেতন এই সংসারাবাসে আমাদের কন্যাগণ সুকোমল কণ্ঠে নবীনরাগে এই গান শুনাইয়া আমাদের বাল্যস্মৃতি জাগাইয়া তোলে এবং সেই মঙ্গলময় বিধাতা এই নশ্বর সংসারের শোক-তাপ-পরিপূর্ণ নানা কর্ত্তব্য-ভার-প্রপীড়িত শ্রান্ত মস্তকে সোহাগপূর্ণ বাল্যসৌহার্দ্দের সুস্নিগ্ধ আনন্দধারা বর্ষণ করেন।

আমরা নূতন সভ্যতার উদ্দাম তাড়নায় ভগিনীর হস্তস্পৃষ্ট অতি ক্ষুদ্র ঘৃত-চন্দন-চর্চ্চিত এই কালীর কোঁটাটী তুলিয়া দিবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের কপালের কালি ঘুচিবে কি?

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভ অনুষ্ঠানে ভগিনী-প্রীতির এই চরম দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মথমোহন দাস।

ধর্ম্মরাজ্য।

এ নহে কল্পনা রাজ্য, করিব হৃদয়,
সকলি প্রকৃত হেথা মিথ্যা কিছু নয়;
এ রাজ্য উন্মুক্ত সদা চির অনাবৃত,
জানে না গোপন স্থান বিজন নিভৃত!
কুটিল কপটাচারী মানব-অন্তর
কলুষ-গোপনে যত্ন করে নিরন্তর।
করিব কল্পনারাজ্যে প্রাসাদ সুন্দর—
তরুলতা গিরিহ্রদ আছে মনোহর;
আছে নদী উপবন, শ্যামল শোভন,
আছে সুধা মন্দাকিনী, নন্দন কানন;
থাক দূরে পড়ে থাক্ কবির কল্পনা,
তার্কিকের তর্কযুক্তি অসার জল্পনা।
শাশ্বত সুখের রাজ্য, উৎস করুণার—
এ রাজ্যে উপমা নাই, উপমেয় আর।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংসার-লীলা।

"বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈকবোধেন বিনাপি মুক্তিঃ ন সিধ্যতি ব্রহ্ম শতান্তরেঽপি।"

প্রস্তাবনা।

(নদীবক্ষে মায়া ও মোহ, সন্তরণ করিতে করিতে সঙ্গীত করণ)

উভয়ে। চন্দ্রমাশালিনী, মধুর যামিনী,
মরি! কি মধুর হাঁসিছে হায়!
সুনীল আকাশে, চাঁদ তারা ভাসে,
হাসি হাসি ঐ জগত হাসায়!
মৃদুলগামিনী, মধুরনাদিনী,
নাচি নাচি ঐ তটিনী যায়!
মানস মথিতে ফুলবাস সাথে,
মৃদু মৃদু বহে মলয় বায়!
মায়া। আয়লো সাঁতারি, সোহাগেরে ধরি,
বুকে বুকে বুক পাতিয়া আয়;
ধরি আয় তান, জুড়াই পরাণ,
ভাসি ভাসি পুনঃ, ভাসিয়ে যাই।
মোহ। আবেশে বিভোরে, স্বপনের ঘোরে,
আয় আয় আয়, সবে ভুলাই,
যাই ভেসে ভেসে, জীবনের দেশে,
শান্তি শান্তি বলি, শান্তি জাগাই।
মায়া। হাসিয়ে হাসিয়ে, ঢলিয়ে ঢলিয়ে,
(আয়) ঢেউয়ে ঢেউয়ে সবে নাচাই,
উছলি উছলি, ছোট ঢেউগুলি,
ধীরে ধীরে তীরে পড়ুক ভাই!
মোহ। অলসে, অবশে, সুখ তন্দ্রাবেশে,
প্রাণে প্রাণে প্রাণ আয় মিশাই,
যাই-যাই-যাই, যাই ভেসে যাই—
ভেসে ভেসে আয় সবে ভাসাই।
উভয়ে। চলোলো স্বজনি, ভাসায়ে অবনী,
প্রেমে প্রেমে মিশি প্রেম মাখাই,
জাগিয়ে জাগিয়ে, ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
আয় আয় সবে ঘুম পাড়াই।

(প্রস্থান)

১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য।

মানসপদ্মে, বীণাহস্তে প্রজ্ঞাদেবী আসীনা।

প্রজ্ঞা। (বীণাবাদন ও সঙ্গীতকরণ)

অসার সংসার শুধু মোহের স্বপন,
রঙ্গালয়ে অভিনয় হয়রে যেমন।
এক আসে এক যায়, সব ছায়াবাজী প্রায়,
হেঁসে কেঁদে হায়, হায়, কাটায় জীবন!
পিতামাতা সুত দারা,
অশান্তি-কারণ তারা,
ভুলায়ে ভুলায়ে শুধু করায় রোদন।
যৌবন, সম্পদ, মান,
যশঃ, ভোগ, অভিমান
এ সব কদিন তরে? ধূলির সমান।

(সঙ্গীতকরণে বিরত হইয়া)

হায়! হায়! ভ্রান্ত জীব চাহে না জানিতে,
কি করিতে আসিয়াছে এই অবনীতে,
শুধু ক্ষণিকের সুখে হইয়া উন্মত্ত,
ভুলে যায় ভোলা জীব আপনার তত্ত্ব।
যথা কাল মেঘ ঢাকি চন্দ্রমার ভাতি,
রজনীরে করে হায়! ঘোর তমোময়,
অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন মানব তেমতি
পথহারা যথা তথা ঘুরিয়া বেড়ায়!
আপনি আপনা বাঁধে মায়ার শৃঙ্খলে!
আপনা আপনি যায় অজ্ঞান আঁধারে;
আপন মরণ-পথে যায় নিজে চলে,
আপনিই ডোবে শোক দুঃখ পারাবারে।
হস্ত আছে তবু কেন পারে না ছিঁড়িতে
মায়ার শিকল? পদ আছে তবু কেন
হায়! জ্ঞানালোকে কভু পারে না যাইতে?
বুদ্ধি আছে তবু কেন থাকে জড় হেন?
বৃথা মান অভিমান দূরে পরিহরি,
যদি জীবকুল হায়! প্রসন্ন মানসে
ঢেলে দেয় অঙ্গ, সবে মিত্র জ্ঞান করি,
অনন্ত বিশ্বের চির মঙ্গল উদ্দেশে!
তা হলে কি হেন তাপে জলে বিশ্ববাসী?
চারি দিকে উঠে এত করুণ ক্রন্দন?
ভাইবোন মিলি থাকে সুখে দুখে মিশি!
আনন্দ-প্রবাহে সবে করে সন্তরণ!
হায়, সুখী দুঃখী জনে কোলে বসাইয়া
যতনে মুছায়ে দেয় নয়ন-সলিল।
মধুর বচনে তারে ধীরে আশ্বাসিয়া,
মনের অশান্তি তাপ নাশে তিল তিল!
অজ্ঞান মানব স্বর্গপথ নাহি ধরে,
দ্বেষ হিংসা ক্রোধ লোভ মনে স্থান দিয়া,
পরের রোদনে কর্ণপাত নাহি করে,
দুঃখম্লান মুখ পানে দেখে না চাহিয়া!
ধনী যারা বর্ত্তমানে বিভুর কৃপায়,
অহঙ্কারে মত্ত তারা বারণের মত,
নিষ্ঠুর কপটী অতি পাষাণহৃদয়,
অনিত্য সম্পদে সুখে মোহিত সতত।
হায়! সুধা ফেলি জীব শর্করায় মাতে!
ধন জন—স্বর্গসুখ, ভাবে সদা মনে,
রোপয় কণ্টক পথে আপনার হাতে,
কাচ পেয়ে ফেলে দেয় অমূল্য রতনে।

(ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া)

যদি হায়! ভ্রান্ত জীব ক্ষণেকের তরে,
মনঃ প্রাণ এক করি ডাকেরে আমায়,
তাহ'লে কি সহে জ্বালা বাহিরে অন্তরে,
দিবানিশি পাপে মজি এত দুখ পায়?

(চিন্তা করিয়া)

যাই—পারি না ভাবিতে আর মানবের তরে,

ভেবেই বা হইবে কি? কেহতো ভাবে না!
সুখ দুখ নাহি বুঝে আছে কূপে পড়ে,
মায়াবিনী-মায়া খেলা বুঝিতে পারে না।
(গান করিতে করিতে প্রজ্ঞাদেবীর অন্তর্দ্ধান)
কে আছেরে জেগে এই অসীম ধরায়?
প্রভাতের শুকতারা কে দেখিতে পায়!
উষার অরুণ আলো, কে দেখিতে বাসে ভালো?
বিহঙ্গ সুস্বর মরি! কে শুনিতে চায়?
পান তরে শান্তিসুধা, কার প্রাণে জাগে ক্ষুধা?
বিনাশিতে মৃত্যু-শোক কার সাধ যায়?
(ক্রমশঃ)

বন্য নারী।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ছোটনাগপুর। সাঁওতাল পরগণা ও গয়া পার হইলেই উক্ত প্রদেশ। এই প্রদেশ কয়েক জেলায় বিভক্ত, তন্মধ্যে লোহারডাগা, মানভূম, হাজারীবাগ, সিংহভূম ও পেলামৌ এই কয়েকটীই বিখ্যাত। প্রত্যেক জেলা এক একটী ডিপুটী কমিশনর দ্বারা শাসিত। লোহারডাগার হেড্ কোয়াটার রাঁচি, মানভূমের—পুরুলিয়া, হাজারীবাগের—হাজারীবাগ, সিংহভূমের—চাইবাসা ও পেলামৌর—ডেল্টানগঞ্জ। এই শেষোক্ত পেলামৌ এবং ডেল্টানগঞ্জের বন্যনারীদের বিষয় আমি বামাবোধিনী পত্রিকার গ্রাহিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য আলোচনা করিব। গ্রাহিকাদিগের চিত্তবিনোদন হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

প্রথমতঃ পেলামৌ সম্বন্ধে পাঠিকাদিগকে কিঞ্চিৎ আভাস দান করিয়া পরে উদ্দেশ্য বিষয়ের আলোচনা করিব। পেলামৌ পূর্ব্বে স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৮৩০ অথবা ৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা চূড়ামণ রায় ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। তদবধি ইহা ইংরাজাধিপত্যে অবস্থিত। ডেল্টনগঞ্জের পার্শ্বে প্রবাহিত কোয়েল নদীর অপর পার্শ্বে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্ন রাজপ্রাসাদ হইতে অন্যূন একাদশ ক্রোশ দূরে চূড়ামণ রাজার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দুর্গটী গভীর অরণ্যের মধ্যে। ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদির উপদ্রব জন্য তথায় যাইতে হইলে রীতিমত লোকবল ও অস্ত্রবল আবশ্যক। দুর্গটী দেখিবার সামগ্রী, সন্দেহ নাই—ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে উক্ত দুর্গের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া সুখী হইব।

পেলামৌ জেলায় চেরো, খেরওয়ার, পুরহিয়া, বিরজিয়া, কোরওয়া, কিসন, আগাটিয়া, ধাঙ্গুক, কোয়েরি, ওরাওণ, কাহার, ভুঁইয়া, ধাঙ্গড় এই কয়েক প্রকার

জাতিই আদিমনিবাসী। স্থানটী পর্ব্বতময়। স্থানীয় লোক অতিশয় দরিদ্র। নরনারী উভয়েই অত্যন্ত সরল, সত্যপ্রিয় ও স্থূলবুদ্ধি। শেষোক্ত দোষটী শিক্ষার অভাবের ফল বলিয়াই মনে করিতে হইবে, কারণ সাধারণ নারী যেরূপ স্থূলবুদ্ধি, শিক্ষিতারা সেরূপ নহে। অত্রত্য সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ধাত্রী (midwife) একটী সামান্য কোল-কন্যা। মূর্খ, সরলপ্রকৃতি ও সভ্যতালোকবিহীন সম্প্রদায়ের ভিতর খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আধিপত্য, সুতরাং এই বন্য জীবদিগের ভিতরেও কতিপয় ইংরাজ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়া অনেক নরনারীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন ও উহাদিগকে যথাসাধ্য নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন। উক্ত ধাত্রীও ইঁহাদের সাহায্যে শিক্ষিতা হইয়াছেন। সেই কোল-নারী বঙ্গভাষায় ও ইংরাজি ভাষায় বেশ কথা কহিতে পারেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মিকা ধরণের। কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে, এ রমণী পেলামৌর বন্যনারীদিগের মধ্যে একজন। ইনি কাপড়ে নানাপ্রকার পুষ্প, লতিকা ইত্যাদি তুলিতে পারেন, উলের কার্য্যে, সিলাই কার্য্যে সুদক্ষা। ইনি একটী নেপালী যুবককে বিবাহ করিয়াছেন।

অত্রত্য লোক সকল এতই দরিদ্র যে, তাহারা কদাচিৎ ভাত খাইতে পায়। সাধারণতঃ ঘাস, পাতা, মূল, ফল, ফুল এই সমুদায়ই খাইয়া থাকে। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে মধুপ (মৌয়া) বৃক্ষের ফল ও ফুল যখন ঝরিয়া পড়ে, বন্যনারীরা তখন ঐ সকল কুড়াইতে ব্যস্ত হয় এবং উহাই উহাদের সম্বৎসরের খাদ্যের সম্বল। স্ত্রীলোকেরা শিশু পুত্রকন্যাদিগকে অহিফেন সেবন করাইয়া কার্য্যে বহির্গত হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গেল, শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করে অথবা বিরক্ত করিয়া মাতাপিতার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়, সেই আশঙ্কায় তাহাদিগকে অহিফেন সেবন করাইয়া মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখে।

এই সকল বন্য নরনারীদিগের বিবাহপ্রথা অত্যন্ত খারাপ। কোন বন্ধন নাই, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কোন কারণে মনান্তর উপস্থিত হইলে উভয়ে উভয়কে ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করে এবং এই জন্যই বোধ হয় সন্তানদিগের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ বড়ই কম। পশ্চাৎ এতৎসম্বন্ধে একটী লোমহর্ষণ দৃষ্টান্ত দিব।

এখানে একটি চিরপ্রচলিত প্রবাদ যে, "প্রত্যেক তিন বৎসরান্তর ভীষণ কলেরার আক্রমণে অসংখ্য নরনারী বিনষ্ট হয়।" এই প্রবাদ একবারে মিথ্যা নহে। ১৯০০ সনের মেডিকেল রিপোর্টপাঠে জানা যায়, উক্ত বৎসর কলেরায় অনেক লোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এখানকার নরনারী কলেরাকে অতিশয় ভয় করে। কলেরা আরম্ভ হইলে বাজার হাট

এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। মনুষ্যের চলাচল বন্ধ হয়। সন্ধ্যা হইলে আর মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখাই যায় না। আর কোন প্রকার মড়ক বা ব্যাধি এ স্থানে নাই। স্থানটী বড় স্বাস্থ্যকর, সুতরাং একমাত্র কলেরায় এত ভয়। প্রবাদ অনুসারে১৯০৩ অর্থাৎ এই বৎসরটা কলেরার বৎসর। বিগত বৈশাখ হইতে কলেরা আবির্ভূত হয়, ক্রমশঃ জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে অত্যন্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। চারি দিক্ হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনে ছাইয়া পড়িল। অত্রত্য সিভিল সার্জ্জন অনেক চেষ্টাতেও মড়ক নিবারণ হইতেছে না দেখিয়া কারণ নির্দ্ধারণার্থ স্বয়ং প্রাতে ও বৈকালে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ নগর পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্তের কতক দোষ—কতক কতক অন্য কারণও এই দুর্ঘটনার মূল জানিতে পারিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। দরিদ্র নর-নারী ক্ষুধায় কাতর হইয়া শুষ্ক প্রায় কোয়েল নদীর অপরিষ্কার ও বালুকাময় জলপান ও কদর্য্য ছাতু, ছোলা ইত্যাদি খাদ্য ভক্ষণ করে। তদুপরি কুসংস্কার—ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইলে বা ইংরাজি ঔষধ সেবন করিলে অমঙ্গল হইবে। এই আশঙ্কায় সংবাদ গোপন করে, সুতরাং নীরবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ধনী যাহারা তাহারা পাঁঠা, মুরগী, শূকর ইত্যাদি জন্তু দেবদেবীর নিকট উৎসর্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া রোগ নিবারণের চেষ্টা করে, তথাপি হাঁসপাতালে যাইবে না। অত্রত্য হিন্দু, মুসলমান সকলেই কুক্কুট বা শূকর খায়।

একদিন সিবিল সার্জ্জন মহোদয় বিকালে পরিভ্রমণে বাহির হইয়া একটী ডোবার ধারে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালককে শয়ান দেখিতে পান। চতুর্দ্দিকে মক্ষিকা ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছে, বমি ও বিষ্ঠায় স্থানটী পরিপূর্ণ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন এ ব্যক্তি কলেরা-গ্রস্ত। বালকটী সংজ্ঞাহীন। ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ পুলিশ ষ্টেশনে সংবাদ দিয়া উক্ত বালককে তদবস্থায় হাঁসপাতালে উঠাইয়া লইয়া আসেন। কিঞ্চিৎ পরে জ্ঞান হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে কে? কোথায় বাড়ী ইত্যাদি। উত্তরে বলিল "বাবু! আমি জাতিতে দুসাদ, বাড়ী এখানেই কুঁড়ে, আমার পিতা মাতা বর্ত্তমান, পিতা ৩ দিন হইল একটী গ্রামে গরু কিনিতে গিয়াছেন। মাতা গৃহেই আছেন। আমি ঘাস বিক্রয়ার্থে সকালে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিবার সময় হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া গেল। কয়েক বার বমি দাস্ত হইল। পিপাসায় কাতর হইয়া উক্ত ডোবা হইতে জল পান করিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তারপর আর জানি না।" ডাক্তার সাহেব বালকের মাতার নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন—মাতা বলিয়া পাঠাইল "বাজারে কলেরা হইয়াছে, আমি উহার নিকটে যাইব না; তোমরা সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা করাও; ভাল হইলে দিয়া

যাইও।" পুত্র এই নিদারুণ সংবাদে কতদূর মর্ম্মাহত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে রাত্রি ১১টার সময়হতভাগা সন্তানের প্রাণ পাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে উড়িয়া গেল। প্রাতে সংবাদ দেওয়া হইল তাহার পুত্র চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে, একণে লইয়া গিয়া পুঁতিয়া ফেল। উত্তরে সে পাষাণী বলিল "কলেরার মড়া আমি ছুঁইব না, ছুঁইলে আমাকেও মরিতে হইবে। তোমরা ডোম দিয়া পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেল।" হায়! মাতৃস্নেহ! এ মা নারী, না পিশাচী?

বন্যদিগের আহার্য্য সামগ্রীর তালিকা নিম্নে দিলাম—শামা, কোদো, সিঞ্জরী, গোদলী, মেড়ুয়া, মকাই। এ সকলের মধ্যে মকাই (ভুট্টা) উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহা সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না—কন্দ, মূল, পাতা, সেবী (এক প্রকার শিকড়), সবাই (সবুয়া বৃক্ষের ফল), বরেইনি (বৃক্ষের মূল) ছুরা কান্ধা, আমের আঁটির চূর্ণ, মহুয়া, পুষ্প, পিয়ার, পিঠার, কেঁওন্দ, পাপবোটা, গুল্লর (ডুমুর), জঙ্গলী কুলের আঁটি চূর্ণ করিয়া তাহার রুটী, কনোদ, ডিঠোরা। উক্ত সামগ্রী সকল খাইয়াই নারী ও শিশুদিগের কোন প্রকারে কষ্টে দিনপাত হয়।　　শ্রীসত্যেন্দ্রভূষণ দত্ত।

অপরাজিতা।

১

বসন্তের সন্ধ্যানিল সুগন্ধি-লহরে
গাইছে মধুর গীতি সুনীল অম্বরে;
উঠিছে সে গীতধ্বনি ব্যাপিয়া ভুবন,
ফুটিছে তারকাগুচ্ছ রজনী-রঞ্জন।
উদ্যানে উপমাহীন বায়ু-আন্দোলিত
কেলি করে ফুলকুল মধু-বিমণ্ডিত।
বিনোদ মাধুরীভরা সুলতা-বিতানে
ললনা-ললাম ছায়া বিমুক্ত পরাণে
খেলিছে, ভাসিছে বিশ্ব অমৃত অর্ণবে,
প্রকৃতির রঙ্গে জীব মত্ত সুখোৎসবে।
মালা-গাঁথা গ্রাম মাঝে এমন সময়ে
স্বভবনে সুখচন্দ্র ভাবে ভবময়ে।
সর্ব্বসুলক্ষণযুতা সুখের ভাণ্ডার
গৃহমধ্যে গৃহশোভা গৃহিণী তাহার
শান্তি নামে, প্রকৃতই শান্তিস্বরূপিণী—
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে গৃহে সুগৃহিণী।
শান্তি প্রদানিছে দীপ প্রতি ঘরে ঘরে,
বিদ্যুৎ প্রকাশ যেন সুধাকর করে।
অনন্তর নিত্যকর্ম্ম করি সমাধান,
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সীতারাম,
হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া সরোবর-জলে
জপ হেতু বসিলেক তুলসীর তলে।
বাহিরেতে সুখচন্দ্র করেন বিশ্রাম,
অন্তঃপুরে বসি শান্তি করে শ্যামা নাম।
শ্রীমতী অপরাজিতা একমাত্র সুতা
আছেন শ্বশুরালয়ে রূপগুণযুতা।
নাহি আর সে সংসারে অন্য পরিবার,

তাই সন্ধ্যাকালে যেন শূন্য গৃহদ্বার।

২

কে তুমি গো মনোরমে! এই সন্ধ্যাকালে
চলিতেছ মুক্তপথে তাম্বুল কপোলে,
চরণে অলক্তরাগ, নয়নে কজ্জল
গম্ভীর বদনশশী, চরণ চঞ্চল,
কপালে চন্দনবিন্দু, সীমন্তে সিন্দুর,
শান্তিরসে পরিপূর্ণ মানস মধুর।
লুটিত বসনাঞ্চল এলো থেলো বেশে
কে তুমি যুবতী বল যাও কোন্ দেশে?
কে তুমি গো? তুমি কি গো শান্তির
দুহিতা,
তুমি কি অপরাজিতা চির-সুচরিতা?
শ্বশুরের নিকটেতে পেয়ে অপমান
আসিতেছ তেজস্বিনী পিতৃ-সন্নিধান।
মালাগাঁথা গ্রাম দেবি! ওই দেখা যায়,
যাও আলো করি দিক্ মহিমাছটায়।
ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর নাহি ভীতি ভয়,
অচিরে উঠিল আসি পিতার আলয়।
বাহিরের বারাণ্ডায় জনক তাহার
উপবিষ্ট আছে যেন পুণ্য অবতার।
সন্ধ্যাকালে একাকিনী হেরি দুহিতায়
হইলেন সুখচন্দ্র হতজ্ঞান প্রায়।
আনন্দ, বিস্ময়, ভয় একত্র হইয়া
রাখিল তাঁহাকে যেন নির্ব্বাক্ করিয়া।
অপূর্ব্ব মহিমাময়ী রমণী রতন,
জনকের মনোভাব বুঝিয়া তখন,
পিতার পবিত্র পদ বন্দনা করিল,
অনন্তর যোড় হাতে বলিতে লাগিল
"কেন পিতঃ! হইয়াছ এত উতরোল,
স্থির হও স্থির হও শুন মোর বোল।
অন্তঃপুরে যাই চল জননী সদনে,
নিবেদিব আত্মকথা সরোজ চরণে।

৩

শান্তি উপবিষ্ট ছিল তুলসীর তলে,
অপরা নমিল তাঁর চরণকমলে।
অপরার সঙ্গে সঙ্গে সুখচন্দ্র এসে,
দাঁড়াইয়া রহিলেন বিস্ময় উল্লাসে,
স্বামীর বিস্ময় আর দুহিতার মুখ
নিরখি শান্তির যেন দমে গেল বুক।
আস্তে ব্যস্তে করি জপ তপ সমাপন
করিলেন দুহিতার বদন চুম্বন।
তখন অপরাজিতা প্রফুল্ল বদনে,
বলিল সকল পিতৃ-মাতৃ-সন্নিধানে,
"শ্বশুর আমাকে আজ অসতী বলিয়া
আপনার গৃহ হতে দিল্ল তাড়াইয়া।
অবলা জাতির হয় কেবল সম্বল—
স্বামীর চরণ আর পিতৃ-পদতল।
সেই স্বামিগৃহ হতে হয়ে বহিষ্কৃতা
আসিয়াছে তোমার চরণে আজ পিতা।"
শুনি দুহিতার মুখে হেন কুসংবাদ
তাহাদের বক্ষে যেন হ'ল বজ্রাঘাত।
নিদারুণ অপমানে হয়ে আত্মহারা
সোহাগ-মিশ্রিত ক্রোধে বলিল তাহারা,—
"এমন কুৎসিত বাণী কিরূপে স্বমুখে
শুনাইলি বল আজ অচঞ্চল বুকে?"
অপরা তাঁদের মুখে এ কথা শুনিয়া
বলিল গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাসিয়া।
"কে করিতে পারে বল কার অপমান,
দুঃখেতেও দুঃখ নাই চিন্তা কর রাম।
শ্যামরূপ সাধনায় যার হৃদি ভরা,
হরনামে যে মহাত্মা হয় আত্মহারা।

সে কেন অধীর হবে তুচ্ছ কথা নিয়ে,
সুখে দুঃখে স্থির রবে তাঁহাকে স্মরিয়ে।”
দুহিতার মুখে শুনি জ্ঞানের বচন
সুখ শান্তি কিছু সুস্থ হইল তখন।
হরিষ বিষাদে করি রজনী প্রভাত
শান্তি সুখ প্রভাতেতে পাঠালো সংবাদ
কন্যার শ্বশুরালয়ে, করিয়া বিনয়
লিখিল আসিবে বৈবাহিক মহাশয়।
বেয়াই পাইয়া বেয়াইর সে লিখন
বেয়াইর গৃহে আসি দিল দরশন।
সম্ভ্রমে অপরাজিতা শ্বশুরের পায়
প্রণাম করিল আসি, শ্বশুর তাহায়
বলিল, “রে দুষ্টা, তুই কেন অকারণ
আমার পবিত্র অঙ্গ করিলি স্পর্শন?
সুখচন্দ্র তাহা শুনি বলিল সরোষে
এমন অন্যায় বল কেমন সাহসে
বৈবাহিক তুমি মম, শুদ্ধ দুহিতায়?
হবে সদ্য বজ্রাঘাত তোমার মাথায়।”
অপরার শ্বশুরের নাম জনার্দ্দন,
সক্রোধে বলিল কত কর্কশ বচন।
ওই যে প্রফুল্লমুখী তোমার দুহিতা,
তুমি জান তারে সতী সাধ্বী পতিব্রতা।
তাহা নয়, কন্যা তব কুলকলঙ্কিনী,
বর্জ্জ এতাদৃশা কন্যা শুন মম বাণী।
সুখচন্দ্র বলিলেন ওরে নরাধম!
ভুলিলে ভবেশ প্রাণারাম প্রিয়তম।
মিথ্যা কথা বলিতেছ সবার গোচরে?
মিথ্যা সম পাপ আর নাহি এ সংসারে।

(ক্রমশঃ)

গ্রাম্য পাশ্চাত্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

আমার বন্ধুটি আরও কতকগুলি কবর ঐরূপে সজ্জিত করিতে দেখিয়াছেন। ফুল গাছের চাষ না করিয়া কেবল ফুল ছড়াইয়া দিলে তাহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। তার পর হলি, রোজমেরী, ও অন্যান্য চিরহরিৎ লতাবৃক্ষ রোপণ করা হয়। কোন কোন কবরের উপরি এগুলি এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, যে তাহা সমাধি-স্তম্ভটি এককালে ঢাকিয়া ফেলে।

পূর্ব্বে এই গ্রাম্য অনুষ্ঠান-আয়োজনে কিছু কিছু প্রকৃত কবিত্বব্যঞ্জক শোকময়ী কল্পনাপরায়ণতা ছিল। জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা বুঝাইবার জন্য গোলাপকে কমলের সঙ্গে জড়িত করা হইত। ইভা-লিন্ সাহেব বলেন, এই রসগন্ধময় ফুল অসংখ্য কণ্টকযুক্ত ডালের উপর ফুটিয়া কমলের সঙ্গে জড়িত হইলে চঞ্চল, ছায়াময়, আগ্রহশীল ও স্বল্পস্থায়ী জীবনের সহিত তুলনীয় হয়। কারণ উভয়েই যদিও ক্ষণকালের জন্য অতুল শোভা বিকীর্ণ করে, তথাপি উহারা কণ্টকহীন ও পরি-বর্ত্তনশূন্য নহে। ফুল ও বাঁধিবার ফিতার

বর্ণ, মৃত ব্যক্তির জীবনের ঘটনার অথবা গুণাবলীর অনুযায়ী কিংবা শোককারী ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী হইত। "করিডনের মৃত্যুসূচক ঘণ্টাধ্বনি" (Corydon's Doleful Knell) নামক একটি পুরাতন কবিতায়, একজন প্রেমিক কি কি বস্তু দিয়া তাঁহার মৃতা প্রিয়তমাকে সাজাইবেন, তাই বাছিতেছেন—

নানা বরণের কুসুম আনিয়া,
শিল্প প্রকৃতির মিলন-বলে
গাঁথিব একটী মোহন মালিকা,
দিব উপহার প্রণয়-ছলে।
নানা বরণের ফিতা আনি বাছি
দিব তার সনে জড়ায়ে কিবা,
হরিদ্রা অসিত বিশেষতঃ মিশি
চালিয়ে করিবে উজল বিভা।
অতুল কুসুমে করিব শোভিত
স্মৃতির অমূল্য পাষাণ বেদীকে,
সজীব শ্যামল সতত রাখিব
বরিষার মত অশ্রু-জলসেকে।

শুনিয়াছি, কুমারীদিগের কবরের উপর সাদা গোলাপ রোপিত হয়। নিষ্কলঙ্ক সাধুজীবন বুঝাইবার জন্য মালাগুলি সাদা অর্থাৎ দাগহীন ফিতা দ্বারা বাঁধা হয়। সময় সময় মৃতার আত্মীয়গণের শোক-প্রকাশার্থ কৃষ্ণবর্ণ ফিতাও ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা দয়া দাক্ষিণ্যে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য লাল গোলাপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মোটের উপর, প্রেমিকাদিগেরই কবরে গোলাপকে পছন্দ করা হয়। এভিলীন বলেন, কেবলই যে তাঁহার সময়ে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা নহে, সারে প্রদেশে তাঁহার বাস-বাটীর নিকটে এক স্থানে "অবিবাহিতা কিশোরীরা বৎসরান্তে তথায় আসিয়া তাহাদের মৃত ভালবাসার পাত্রের সমাধি-স্থানের উপর গোলাপকুঞ্জ রচনা করিত।" ক্যামডেন (Camden) ব্রিটানীয়া (Brittania) নামক পুস্তকে বলেন "অতি পুরাকাল হইতে এখানে সমাধিস্থানের উপর গোলাপ বৃক্ষ রোপণের প্রাণালী দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ কৌমারাবস্থায় বিফল-প্রণয় প্রেমিকপ্রেমিকাদিগের কবরের উপরেই ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সুতরাং এই ধর্ম্মমন্দিরোদ্যানটি এইরূপ অনেকগুলি সমাধিতে পূর্ণ।

মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় অসুখী হইয়া থাকিলে কোন প্রকার শোকোদ্দীপক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা, ইউ ও সাইপ্রেস বৃক্ষ। যেখানে পুষ্প ছড়ান হয়, সেখানে কোনও অসুখকর বর্ণের পুষ্প ছড়ান হয় না। টমাস ষ্টান্লী সাহেবের কবিতা-গুচ্ছে এইরূপ একটি চরণ পাই :—

তবুও ছড়াও—
শুয়াই কবর পরে যা এনেছ মোর তরে—
পরিত্যক্ত সাইপ্রেস, বিষাদিত ইও ;
কুসুম কোমলতর জন্মিতে না পারে,
বাড়িতে, অসুখী এই ধরণী-মাঝারে।

"কুমারীর বিয়োগান্ত (The Maid's Tragedy) নামক পুস্তকে একটি ক্ষুদ্র করুণ গীতি দৃষ্ট হয়। ইহাতেও হতাশ প্রেমিকার সমাধি সাজাইবার ইচ্ছা একই রূপে প্রকাশিত হয়।

শব-শকটেতে মোর একটি মালিকা রাখ!
ভয়াবহ 'ইউ' বিনির্ম্মিত;
কুমারী 'উইলো' বহ! সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহ,
বল, আমি মরেছি নিশ্চিত।
বিফল পিরীতি মোর; কিন্তু আমি সদা স্থির—
জীবনের প্রারম্ভ হইতে;
প্রোথিত দেহের পরে বিরাজ মৃত্তিকা-রাশি,
লঘুভাবে রহ চাপি ক্ষিতে।

বস্তুতঃ মরণের শোকরাশি মনকে পবিত্র ও উন্নত করে। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে যে উচ্চচিন্তা ও সৌন্দর্য্য-পরায়ণতা দেখিতে পাই, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একই কারণে সুগন্ধি গুল্মপুঞ্জ ও পুষ্পরাশি নিয়োগের পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। সমাধিস্থানের ভীষণতার লাঘব, ধ্বংসশীল মানবজাতির ঘৃণা অবমাননা উপেক্ষা করা, এবং প্রকৃতির ক্রোড়স্থিত কোমল ও সুন্দরতম দ্রব্যের সহিত মৃতের স্মৃতি জড়িত করা, এই কয়টি উদ্দেশ্য এই পুষ্পবর্ষণ প্রণালীতে লক্ষিত হয়। ধূলার সহিত ধূলারাশি মিশাইয়া যাইবার পূর্ব্বে কবরের নিম্নে এরূপ এক বীভৎস অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে কল্পনা ক্লিষ্ট হয়। কিন্তু, আমরা তখন পর্য্যন্ত সুখবিজড়িত স্মৃতির সহিত তাহার পূর্ণ বয়সের চিরাকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্যরাশি চিন্তা করিতে চাহি। লেয়ার্টি (Lairtes) তাহার অনূঢ়া ভগ্নী সম্বন্ধে বলেন, তাহাকে কবরে প্রোথিত কর এবং—

অকলঙ্ক ফুল্ল দেহ হতে কিবা
ব্যাঙ্গলেট উঠিবে ফুটিয়া।

হেরিক (Herrick), তাঁহার "জেপ্থার মরণ গীতি" (Dirge of Jeptha) নামক কবিতায়, এমন কবিত্বপূর্ণ চিন্তা ও কল্পনার সৌরভোচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিয়াছেন, যে মৃতব্যক্তিও জীবিতের একনিষ্ঠতায় ও চিন্তাপরায়ণতায় কতক শান্তি লাভ করিতে পারে।

ঘুমাও শান্তিতে তব সুগন্ধি শয্যায়,
অতুল ত্রিদিবে নত কর এ ধরায়;
সুবাস ফুটুক হেথা ফুটুক কুসুম,
ধূপ ধূনা ধুন;
বাম (balm) ও কেশিয়া গন্ধ কর বিতরণ,
কোথায় সমাধি ছাড়ি ভুলাতে ভুবন।

* * * *

লাজুক কুমারীগণ নিত্য নিত্য আসি,
করুক সমাধিপূর্ণ কুসুমের রাশি;
অনূঢ়া বালিকা আসি বিয়োগবিধুরা,
উগ্রগন্ধা সরলা মধুরা—
পোড়াক বেদীর পরে, ধীরে চলে যাক;
কবরে খিলান নীচে ঘুমাইতে থাক।

সমসাময়িক কিংবা এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপনপ্রিয় অনেক পুরাতন কবির কবিতাগুচ্ছের আরও সারসংকলনে আমাদের প্রবন্ধের কলেবরপুষ্টি করিতে পারিতাম, কিন্তু ইতিমধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ফেলিয়াছি। তবুও সেক্সপিয়র হইতে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাতেও এই পুষ্পোৎসর্গের অর্থগত তারতম্য এবং এককালে কবির ভাষার ইন্দ্রজাল ও সজীব বর্ণনাক্ষমতার অদ্বিতীয়তা লক্ষিত হইবে।

সুন্দর কুসুম নিয়া,
নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ফিডিলি! তোমার
সমাধির বিমর্ষতা করিবেনা দূর;
তব মুখনিভ ম্লান গোলাপেতে কভু
হবে না বঞ্চিত শিরাশিভ নীল হার বেলে;
ইয়েণ্টিন পাতাতেও! বলিতে কি যাহা
তব নিশ্বাসের চেয়ে নহে মিষ্টতর।

বহুব্যয়সাধ্য শিল্পনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভাপেক্ষা প্রকৃতির গর্ভজাত ক্ষিপ্র অথচ অযত্নসম্ভূত উপহারে যেন নিশ্চিতই কি এক অধিকতর হৃদ্য ভাব আছে। অনুরাগতপ্ত হৃদয়ে হস্ত পুষ্পনিক্ষেপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, যেন অশ্রু গড়াইয়া আসিয়া কবরের উপর পতিত হয়, যেন স্নেহ তরলিত হইয়া ওসিয়রকে তৃণগুচ্ছের সহিত বাঁধিয়া দেয়। করুণা সুন্দরী বাটালীর কারুকার্য্যের দীর্ঘ কালব্যাপী পরিশ্রমের মধ্যে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে এবং খোদকের লিপিচাতুর্য্যের গর্ব্বপূর্ণ শীতল ভাবের মধ্যে নিজেও শীতল হইয়া যায়।

শ্রীঅপরাজিতা।

ঈশ্বরের নামাবলী।

ষ

ষড়ঙ্গজিৎ, ষড়ঙ্গসিদ্ধ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ষণ্ডদলন, ষিড়্‌গশাসন, ষোড়শোপচারপূজিত।

স

সংঘটক, সংজ্ঞা, সংপূরণ, সংযন্তা, সংযোগ, সংযোজক, সংরক্ষক, সংহারকর্ত্তা সংশয়বিরহিত, সংশোধক, সংশুদ্ধ, সংসারস্থিতিবন্ধহেতু, সংসারাতীত, সংসারী, সংসিদ্ধিবিধাতা, সংস্কারক, সংস্থাপক, সংস্থিতিকারণ, সংহারক, সকলগুণনিধান, সকলবিঘ্নহরণ, সকলসুফলজনন, সঙ্কটবারণ সঙ্কটতারণ, সঙ্গরহিত, সঙ্গী, সংগূঢ়, সঙ্ঘপতি, সচ্চিদানন্দ, সজ্জন, সজাগ, সত্তম, সত্তা, সত্যং, সত্যস্যসত্যং, সত্যকর্ম্মী, সত্যবাদী, সত্যদেব, সত্যসন্ধ, সত্যময়, সত্যসঙ্কল্প, সদয়, সদাগতি, সদাতন, সদাত্মা, সদানন্দ, সদাপ্রভু, সদাশিব, সনাতন, সন্তাপহরণ, সন্তৃপ্তিদাতা, সন্তোষময়, সন্দেহনিবারণ, সন্ধানী, সন্ধি, সন্ধিবিধাতা, সন্নিহিত, সন্নিধিপ্রদর্শক, সফলকর্ম্মা, সভাপতি, সমদর্শী, সমস্ত, সমস্তসদাধার, সমন্বয়কারী, সমর্থ, সমাধিগম্য, সমাপক, সমালোচক, সমীক্ষক, সমীক্ষ্যকারী, সমীচিন, সমীপবর্ত্তী, সমুদ্ধারক, সমুদ্ধর্ত্তা, সমুন্নত, সমুন্নতিদাতা, সমূহদুঃখহরণ, সমূহপাপপ্রণাশন, সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধিদাতা, সমৃদ্ধিবিধাতা, সম্পত্তিদাতা, সম্পদ, সম্পদশালী, সম্পাদক, সম্পূর্ণ, সম্বন্ধ, সম্ভবাতীত, সম্পন্ন, সম্ভোগ্য, সম্মার্জ্জক, সম্মিলক, সম্মিলনকারী, সম্মুখ, সম্রাট, সম্রাটদিগের সম্রাট, সরল, সরলপথপ্রদর্শক, সরলবক্ষ, সরলসাধকসহায়, সরস্বতীশ, স্বরূপহীন, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বকালবিদ্যমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ববিৎ

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরক্ষসার, সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বেসর্ব্বা, সর্ব্বোপরি, সবিতা, সবিত্রী, সহচর, সহকর্ম্মী, সহস্রপাদ, সহস্রভুজ, সহস্র-শীর্ষ, সহস্রনামধর, সহস্রাক্ষ, সহায়, সহায়ক সহিষ্ণু, সহৃদয় সক্ষম।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গের ছোট লাট—সার এণ্ড্রু ফ্রেজার গত ২রা নবেম্বর বেলভিডিয়ারের গদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

২। প্রতিনিধি ছোটলাট—বোর্ডিলন সাহেব মহিসুরে রেসিডেণ্ট হইয়া গিয়াছেন।

৩। লর্ড কুর্জ্জন পারস্য উপসাগর পরি-দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, ডিসেম্বরের মাঝা-মাঝি কলিকাতায় আসিবেন। আগামী মার্চ্চ মাসে তিনি একবার বিলাত যাইবেন। তখন মান্দ্রাজের গবর্ণর তাঁহার প্রতি-নিধিত্ব করিবেন।

৪। বিবি আনি বেসাণ্ট কাশীধামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

৫। গত ১লা অক্টোবর হইতে বিরার (বিদর্ভ মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৬। আমরা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলাম কলিকাতাপ্রবাসী বাবু বামাচরণ ভড় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে স্বগ্রামে একটী সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করিয়াছেন; এবং কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার জন্য একটী বাটী দান করিয়াছেন। আর স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী কৌশুকী নদীর সংস্কারার্থে ৩০,০০০, হাজার টাকা দিয়াছেন।

৭। বোম্বাইয়ের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ ম্যাকার্থার ভারত হইতে অবসরগ্রহণকালে এদেশীয় লোকদের রীতি নীতি প্রভৃতির প্রশংসা করিয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের মুখে এরূপ কথা প্রায় শুনা যায় না।

৮। আগামী কংগ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজে শিল্পপ্রদর্শনী ১০ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে।

৯। আসামের বগড়ীবাড়ীর জমিদার বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের ব্যয়ে কলি-কাতায় একটী সাবানের কারখানা চলিতেছে। দুই জন জাপানী এবং একজন জাপান-শিক্ষিত বাঙ্গালী এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিলাতী সাবানের মত উত্তম সাবান প্রস্তুত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃ-করণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

১০। বিলাতের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক লেকি ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১১। এ বৎসর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় চারিজন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ও নির্ম্মলচন্দ্র সেন এই দুই জন বাঙ্গালী।

১২। রুষ চিনের রাজ্য মুকডেন প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন।

১৩। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে টেলিগ্রাফে ৮ কথার স্থানে ১৬ কথা যাইবে। তবে নাম ধামের জন্য মূল্য দিতে হইবে। (deferred) টেলিগ্রাফে প্রথম চারি কথার জন্য ।০ এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্য /০ লাগিবে। জরুরী ও সাধারণ টেলিগ্রাফে ১৬ কথার উপর প্রত্যেক অতিরিক্ত কথার জন্য ।০ ও ৵০ লাগিবে। সংবাদপত্রের ডাকমাসুল কমিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সপ্তম বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কার—ইহাতে ২৫৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা লিখিত ১৪টী রচনা আছে, এবং পুস্তকখানি উত্তম অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। রচনাগুলির সমস্তই সুপাঠ্য, কোন কোনটী বিশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ। কুন্তলীন আদর্শ ব্যবসায়ী। ইনি যে কেবল স্বদেশী সুরভি তৈল ও গন্ধদ্রব্য সকল উদ্ভাবন করিয়া দেশহিতৈষিতা ও ব্যবসায়োন্নতির পরিচয় দিতেছেন তাহা নহে, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতির সহায়তাও করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কুন্তলীনের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করি।

২। কর্ম্ম-ক্ষেত্র—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। লেখক ইতিপূর্ব্বে কোন কোন নীতিগ্রন্থ প্রচার করিয়া সাহিত্য-জগতে পরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও লিপিনৈপুণ্যের অধিকতর প্রমাণ পাইয়া আমরা পরমানন্দিত হইতেছি। প্রত্যেক মানবের অন্তরে অমোঘ ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান আছে। কোনও মহৎ কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া সেই শক্তি অবলম্বনে সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। কেবল নীতিবাদীর ন্যায় এই মহাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল দিয়া তাঁহার বচন সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইংরাজ সুলেখক স্মাইলসের প্রণালীতে গ্রন্থখানি লিখিত। লেখা অতি সরল, বিশুদ্ধ ও সুযুক্তিপূর্ণ। এরূপ গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে বড়ই আবশ্যক এবং ইহা নরনারীর চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই।

৩। মূকশিক্ষা—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১।০ টাকা। এদেশে

কালা বোবাদের সম্বন্ধে এরূপ পুস্তকের এই প্রথম প্রচার। ইহাতে মূকবধির শিক্ষার ও ইহার প্রবর্ত্তকদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মূকবধির বিদ্যালয় ও শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদিগের বিবরণ এবং মূকবধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালী সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি অতি সরল বাঙ্গালায় লিখিত এবং বিলাতী ও দেশীয় শিল্পিপ্রস্তুত অনেকগুলি ছবি দ্বারা সুসজ্জিত। গ্রন্থকার কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক এবং তিনি বহু যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা ও গ্রন্থকারকে যথোচিত উৎসাহ দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বামারচনা।

আহ্বান।

এস যাই সবে ভাই ভগিনীসদনে,
ডাকিছেন ভাইফোঁটা সবারে সঘনে।
ত্যজিয়া বিষয় কার্য্য দিনেকের তরে
এসহে মিলিত হই ভগিনীর ঘরে।
চন্দ্রাতপে সুশোভিত বিমল প্রাঙ্গণ,
আম্রপল্লব কুসুম কত সুশোভন।
পূর্ণকুম্ভ দ্বারে দ্বারে কদলীশাখায়,
ভাইফোঁটা আগমনী বিহগিনী গায়।
চৌদিকে উৎসবময় করে শঙ্খধ্বনি,
সর্জ্জরস গন্ধে পূর্ণ আজিকে অবনী।
বিবিধ বিচিত্রবাসে শোভে সে ভবন,
ফুলমালা দোলাইছে সুমন্দ পবন।
সুন্দর কনক-নিভ ভ্রাতার আসন,
তারকা মালায় শোভে সুনীল গগন।
নানা উপচারে রচি উপহার ডালা
ভগিনীপরাণ ফুল্ল—নেত্রানন্দ মেলা।
যমুনা শ্যামলা ধারা ধীরে ধীরে বহি,
শীতল শীকরবিন্দু হৃদি প্রাণ মোহি,
অতল হৃদয়তলে অবিরাম ছুটে,
ভ্রাতার কল্যাণময়ী স্নেহধারা লুটে।
আহ আহ ত্বরা আহ সম্ভাষি উষায়।
শুভলগ্ন শুভাশীষ এস বহে যায়।
ডাকিছে ভগিনী শুন মধুর আহ্বানে,
ফুটিয়াছে পারিজাত আশীর্ব্বাদ দানে।
অবোধ অশান্তচিত্ত কে আছে ধরায় ?
উঠহে ত্যজিয়া ঘুম অলস নিদ্রায়।
মহামূল্য ভ্রাতৃপূজা ভারত শিখায়,
ভগিনীর স্নেহ দান আজিকে বিলায়।
ত্যজ মান অভিমান স্বার্থ পায় পায়।
লভহে আশীষ বিত্ত ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায়।
ভীষণ কঙ্কাল যম ভগিনীর বরে
ভাইকে রাখিবে সুখে চিরজীবী করে।
ভুলেছ হিন্দুর নীতি পবিত্র সুরীতি,
তবু না বিস্মৃত হও এ দ্বিতীয়া তিথি।
ভগিনীর স্নেহে প্রাণে জাগিবে চেতনা।
এক মন্ত্রে হবে সব সফল কামনা।

একতার মহাবলে ছুঃখ কাঁটা যাব দলে,
লভিব অমৃত শান্তি এ ধরণীতলে,
ভাই ফেঁাটা হবে ধন্য আশীর্ব্বাদফলে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।

এস ভাই কাছে এস করি আবাহন,
আজি এই পূত ক্ষণে
আনন্দ উৎফুল্ল মনে
ভ্রাতার ভগিনী যারা লয়ে সুশোভন
চন্দনের পাত্র করে,
স্নেহবিগলিত স্বরে
তিতিছে স্নেহের নীরে হরষিত মন,
এস ভাই কাছে এস করি আবাহন।

আজিকার দিবা কিবা হেরি মনোহর,
চাঁদিনীর নিশা মত
সুচারু কিরণ শত
উথলে জগত প্রাণে আনন্দসাগর ;
ভ্রাতার ভগিনী যারা
আনন্দেতে আত্মহারা,
তুমি আমি—ভাই বোন র'ব কি অন্তর ?
না না ভাই কাছে এস করি সমাদর।

আমারও ইচ্ছা যায় লইয়া চন্দন,
ওই বরানন ধরি
আদরে যতন করি
পরাইয়া দিই এক ফেঁাটা সুশোভন,
ও চারু ললাট-নভে
উদিবে চন্দ্রমা যবে,
প্রীতির দর্পণখানি জ্বলিবে কেমন,
হাসিবে যেন বা দীপ্ত সচন্দ্র গগন!

যদবধি পাইয়াছি তব পরিচয়,
কত যে রয়েছে মণি
পূরিয়া হৃদয়খনি
দেখিয়াছি মোহিয়াছে আমার হৃদয়,
কি যে প্রেম কি যে আশা,
কি যে প্রীতি ভালবাসা
বাড়িতেছে নিতি নিতি পবিত্রতাময়,
ফুটে ফুল যথা পেয়ে মৃদুল মলয়।

তুমি যে পরশমণি অধমজনার,
ওই হৃদি দরশনে,
ও চরণ পরশনে,
এই হৃদি লৌহ মম হয়েছে সোণার ;
কত উপদেশে নিত্য
গড়িয়াছে মম চিত্ত,
তোমার গুণের কথা কি কহিব আর—
বাঁধিয়াছ মম মতি পদে দেবতার ?

তোমার হৃদয়খানি নন্দন সুষমা!
কানন করেছে আলা
যত অমরার বালা
সরলতা, পবিত্রতা, প্রীতি মনোরমা,
কুসুমে কুসুমে হেলি
করিছে স্বরগ কেলি,
হৃদি-ফুল-পত্রে পত্রে শোভা অনুপমা,
মুগ্ধ মম চিত্ত হেরি অতুল সুষমা।

ছাড়ি তব স্তুতিবাদ এসহে এখন,
তোমার মমতা প্রীতি

যেন পাই নিতি নিতি,
ভাই বোনে থাক চির অখণ্ড মিলন,
মাঝে আসি শত্রু কেহ,
না টুটে মোদের স্নেহ,
ঘটে না জীবনে যেন বিচ্ছেদ কখন,
এস ভাই কাছে এস করি আবাহন।
এস ভাই কাছে এস করি সমাদর!

কর্পূর চন্দন চুয়া
একত্রে শিশির দিয়া
অঙ্গুলিতে মিশাইয়া সোহাগ সুন্দর
ও কম ললাটভাগে
অপূর্ব্ব হৃদয়রাগে
পরাইয়া দিই এক ফোঁটা মনোহর,
দেখুক সে শোভা যত অমরী অমর।

শ্রীঅপরাজিতা দাসী।

ভাইদ্বিতীয়া।

উদ্বেলিত হৃদিটুকু,
আকুল আবেগে মিশি
এসেছে সুদূর হতে
তোমার দুয়ারে "মিশি।"*
বহু দূরে প্রবাসীর
শুষ্ক ছাত্রাবাস গেহ,
বহাইতে পুণ্য নদী
ভগিনীর পূত স্নেহ।
আয় কোলে, আয় ভাই,
ভাই-ফোঁটা পরাইয়ে,
মঙ্গল আশীষ রাখি
বিঘ্ন বাধা যাই লয়ে।
আজি এ বিশেষ দিনে
হৃদয়ের শুভ্র প্রীতি,
জাগাইছে ধীরে ধীরে
করুণ শৈশবস্মৃতি।

আয় আজি, পঞ্চ ভাই
জননীরে ল'য়ে সাথে,
শুভ্র চন্দনের ফোঁটা
পরাব বিমল প্রাতে।
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তোমাদের
হাসিভরা মুখ যার,
ভুলাইবে সংসারের
শতেক যাতনাভার।
এই দিনে স্বরগের
অমিয়া পড়িছে ঝরি,
সে সুধা পরশে হৃদি
ভ্রাতৃপ্রেমে গেছে ভরি।
বিধাতার করুণায়
বুকে লয়ে স্নেহ হর্ষ
আবার কাটিবে ভাই
প্রবাসের এক বর্ষ।

শ্রীসরলা দত্ত।

* ভ্রাতার নাম।

কাঙ্গালের আবাহন।

আসিছে আনন্দময়ী! এ পাপ ধরায়।
ঝরিছে শেফালি ফুল,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,
তব আগমনে ধরা সুখে উথলায়।

প্রবাসী যতেক নর,
বৎসরান্তে অবসর
পেয়েছে সবাই মাগো! তোমারি কৃপায়।
সবাই সানন্দমনে,
ছুটিছে প্রাণের টানে,
যেখানে যে আছে সবে গেহ পানে ধায়।
সবাই আনন্দ ভরে,
কালি মা পূজিবে তোরে
সুখদা সপ্তমী কালি উদিবে ধরায়।
বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ!
এ আনন্দে নিরানন্দ,
আমার পরাণ সদা করে হায়! হায়!
বসাইয়ে সিংহাসনে,
নানা উপহার সনে
সবাই নৈবেদ্য দিবে তোর রাঙা পায়।
আমি কি দুখিনী ব'লে পাবনা তোমায়?
আমি যে কাঙ্গাল অতি,
নাহিক কোন সঙ্গতি,
কি দিয়ে পূজিব মাগো! ওরাঙা চরণ?
নাহি ঘর নাহি বাড়ী,
কোথা পাব ধন কড়ি,
জনমেছি এ ধরায় আমি অভাজন।
তা বলে কি অভাগীরে,
বারেক চাবে না ফিরে,
তুমিত জননী-স্নেহে সবার সমান।
বসাইয়ে হৃদি পরে,
আয় মা! পূজিব তোরে,
ভকতি চন্দন পুষ্প করিব প্রদান।
মন-জবা বিল্বদলে,
সুগন্ধি প্রেমাশ্রু জলে,
সাজাইব মনসাধে পাদুখানি তোর।
একবার দয়া করে,
আয় মা এ হৃদি পরে,
তাপিত হৃদয় মাগো শান্ত হোক মোর।

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

একটী নবজাত শিশুর জন্মোপলক্ষে

(২০শে ভাদ্র, পূর্ণিমা তিথি, রবিবার)।

আজিকে পূর্ণিমা তিথি, ভরা চাঁদিমায়,
চকোর চকোরী ভাসে ডুবে অমিয়ায়।
সরোবরে "কুমু" সতী হাসিয়া আকুল,
চৌদিকে ছুটিছে তার যত অলিকুল।
এমনি সময়ে পূর্ণ ইন্দু সুবিমল,
একটুকু কণা ভেঙ্গে পড়িল ভূতল।
নেহারি তাহার সেই পবিত্র বয়ান,
কি করি কোথায় রাখি ভেবে আটখান।
সঞ্জীবনী সুধা মন্ত্রে, ভরা সেই হিয়া,
নির্জীব মানবপ্রাণ উঠিল জাগিয়া।
আশাশূন্য হৃদি ছিল, আশা উপজিল,
পরশ-পাথর যেন দরিদ্র পাইল!
এসেছ, এসেছ যদি ত্রিদিবের ফুল,
চিরদিন আলো করে রেখ তিন কুল;
যেই সঞ্জীবনী শক্তি দেখালে এখন,
চিরদিন রেখ তাহা করিয়া যতন;
দেব দ্বিজে ভক্তি রেখ, রেখ শুদ্ধ মন,
তোমাতেই দেখি যেন স্বরগ ভবন॥

শ্রীহেমপ্রভা কর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 484. December, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৪ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ; ডিসেম্বর, ১৯০৩। } ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড কুর্জন কয়েকখানি রণতরী লইয়া সস্ত্রীক স্বদল-সমভিব্যাহারে পারস্যোপসাগরে যাত্রা করিয়াছেন। পারস্যে ইংলণ্ডের প্রভাব বিস্তার করাই উদ্দেশ্য। ইনি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিবেন।

প্রধান সেনাপতির বিপদ—লর্ড কিচেনর সিমলা শৈলে অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আহত ও ভগ্নপদ হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ ও নিরাপদ করুন।

তিব্বতে অভিযান—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তিব্বতের সহিত বাণিজ্য-সন্ধি-স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া সশস্ত্র বহুসহস্র সৈন্য লাসা অভিমুখে যাত্রা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার পরিণাম কি হইবে ভাবনার বিষয়।

মহতের সম্মাননা—লর্ড কুর্জনের ব্যবস্থায় রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মহোদয়দিগের বাসগৃহের দ্বারদেশে প্রস্তরফলকাঙ্কিত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

অভ্যর্থনা—গত ১৪ই নবেম্বর জাপান-প্রত্যাগত বাবু রমাকান্ত রায়ের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান কলিকাতা আলবার্ট হলে সম্পন্ন হইয়াছে। ইনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে জাপানে প্রথম শিক্ষার্থী। সেখানে খনি-সম্বন্ধীয় কার্য্যে কৃতিত্বলাভ ও চরিত্র-প্রভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

নূতন ছোট লাটের ভ্রমণ—স্বীয়পদ গ্রহণ করিয়াই সার এণ্ড্রু ফ্রেজার পুরুলিয়া গয়া ও পালামৌ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আবার উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতেছেন।

ডাক্তার কারী—এই গুণবতী রমণী রেডিয়া নামক এক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া 'ডাক্তার' উপাধি পাইয়াছেন।

বিক্টোরিয়া মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি ধুবড়ী নগরে ব্রহ্মপুত্রতীরে স্থাপিত হইয়াছে। আসামের চিফ কমিশনর ফুলার সাহেব প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ছত্রী-সার্কস—মারহাট্টা ক্রীড়াপ্রদর্শক ছত্রীর উদ্যোগ ও অধ্যবসায়কে ধন্য। তিনি চিনের সাম্রাজ্ঞীর দরবারে সদলে সার্কস ক্রীড়া দেখাইয়া ৭০ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ছত্রী রাজ্ঞীকে অন্যান্য উপহারের সহিত একটী হস্তী ভেট দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-বিল—সিমলা শৈলে এই আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে; কলিকাতায় ইহা বিধিবদ্ধ হইবে। ইতিমধ্যে বিল সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের মত লওয়া হইতেছে।

পোষ্টকার্ডে সংবাদপত্র—পারিসের এক সম্পাদক এই কার্য্য করিবেন। এক পেনী মূল্যে দৈনিক পত্র পাওয়া যাইবে। তাহাতে দৈনিক প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ ও তারের খবর থাকিবে।

রাজভ্রমণ—ইটালীর রাজা ও রাণী ইংলণ্ডভ্রমণে আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছেন।

তীর্থযাত্রা—ভূপালের বেগম মক্কা-তীর্থে গমন করিয়াছেন এবং আরবের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া আসিতেছেন।

দুগ্ধপোষ্য বিধবা।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা বুঝিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না। একটা হুজুগ উপস্থিত হইলেই তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। গত সেন্সাস গণনার ফল আর যাহা হউক না হউক, ইহা দ্বারা বাঙ্গালীদিগের জাতিভেদের ধুয়াটা খুব জাগিয়া উঠিয়াছে। ক্ষেত্রী, উগ্রক্ষেত্রী, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, সুবর্ণবণিক, যুগী প্রভৃতি সকল জাতিই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহার মধ্যে "হাম্ বড়া" এই মাত্র ভাব। কিন্তু সকলেই যে বহুকালাবধি ম্লেচ্ছ বিজাতীয়দিগের পদানত, সুতরাং নগণ্য, এ উদ্বোধ নাই। আজ কালি বিবাহ একটা লাভের ব্যবসায় হইয়াছে। কন্যার বাপের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বরের বাপ হয়ত রাতারাতি বড়মানুষ হইতে পারেন। এই সুযোগ পাইয়া সকলেই আত্মস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উন্মত্ত; তাহাতে স্বজাতির কি দুর্গতি, সে চিন্তা নাই। এইরূপ আপাতস্বার্থ-দৃষ্টি-পরায়ণ ও পরিণাম-দৃষ্টি-বিহীন হইয়া হিন্দুজাতি অধঃপাতে যাইতেছেন—ক্রমে বিনাশ

প্রাপ্ত হইবেন কিনা কে বলিতে পারে? গত সেন্সাস-বিবরণে একটি হৃদয়-বিদারক রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপ্রতি কয় জনের দৃষ্টি পড়িয়াছে? দৃষ্টি পড়িলেও কয় জন তাহার তীব্রতা অনুভব করিয়া জাতীয় কলঙ্ক ও দুর্গতি নিবারণার্থ আকাশ পাতাল তোলপাড় করিতেছেন? এই রহস্য—দুগ্ধপোষ্য বিধবা। হিন্দুর ঘরে বিধবার সংখ্যাই অধিক, ইহা সকলের জানা কথা। কিন্তু বিধবা অর্থে সচরাচর বয়স্কা, অন্ততঃ বালিকা বিধবা মনে হয়। সেন্সাসে এ দেশের শিশু-বিধবার তালিকা এইরূপ দিয়াছেন :—

১ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবা	...	৫৩৫
২ ” ” ” ”	...	৫৭৪
৩ ” ” ” ”	...	৬৫১
৪ ” ” ” ”	...	৫৭৬
৫ ” ” ” ”	...	৩৮৬১

আর না। ৬ হইতে ১০।১২ বৎসর ধরিতে গেলে তালিকা ক্রমেই বাড়িবে। মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি পাঁচ বৎসর অতিক্রম করে নাই, ইহারা ত দুগ্ধপোষ্য শিশু; কিন্তু ইহারা সামাজিক নিয়মে বিবাহিতা হইয়া পতিহীনা হইয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে যাবজ্জীবন বৈধব্য-চিহ্ন ধারণ করিয়া বিধবার দুর্ভাগ্য-ভার মস্তকে বহন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এই ৭।৮ হাজার হতভাগ্য রমণীর অনেকে বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া অচিরে পতিহীনা হইয়াছে। যাহা হউক, যে সমাজ এরূপ দারুণ সামাজিক অমঙ্গল দর্শন করিয়াও তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে এবং তাহার প্রতীকারের উপায় অবলম্বনে উদাসীন, সে সমাজ জীবিত না মৃত? সে সমাজের আবার আত্মগৌরব ও অহঙ্কার করিবার আছে কি?

উল্লিখিত দুগ্ধপোষ্য বিধবাগুলি বিবাহ কাহাকে বলে জানে নাই, স্বামীর সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই, অথচ তাহারা স্বেচ্ছামতে অথবা অভিভাবকের সহায়তায় পুনর্বিবাহে অনধিকারিণী। এদিকে অশীতিপর বৃদ্ধ ৫।৭ সংসার গত করিয়া এবং পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যদি নববরবেশে বিবাহযাত্রা করেন, সমাজের নেতৃগণ সাড়ম্বরে অনুযাত্রী হইয়া আমোদ সম্ভোগ করিবেন। স্ত্রীলোক কি মনুষ্য নয় এবং তাহাদের শরীর কি রক্তমাংসে গঠিত নয়? পুরুষদের মত তাহাদের কি সুখ দুঃখ অনুভব নাই? এদেশে কুলত্যাগিনীর সংখ্যা যে এত বেশী, বাল্য-বিধবার সংখ্যাধিক্য কি তাহার কারণ নয়? সমাজ যাহাদের মুখপানে চাহে না, তাহারা সমাজের মুখ পানে কেন চাহিবে? সমাজকে স্বকৃত পাপের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। উপরে যে ৭।৮ হাজার দুগ্ধপোষ্য বিধবার কথা বলা গিয়াছে, ইহারা যদি কুপথগামিনী হয়, অথবা সহায় সম্পদ বিহনে যাবজ্জীবন দুঃখ ক্লেশ ভোগ করে, সমাজ কি তাহার জন্য দায়ী নহেন? কিন্তু হায়! এই অভাগিনী-

দিগের দুঃখ ভাবিয়া কয়জন দুঃখিত এবং ইহাদিগকে ক্লেশসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কয়জন বা অগ্রসর? ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব এখন বিলোপ পাইয়াছে। হিন্দুসমাজ বৃথা আত্মাভিমান ও স্বার্থবুদ্ধি-দ্বারাই পরিচালিত—তাহাতে দয়া ধর্ম্ম পরদুঃখকাতরতা, এ সকলের আর স্থান নাই। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জন্য দারুণ মর্ম্মবেদনায় কি আক্ষেপই করিয়া গিয়াছেন! আজও সে আক্ষেপের কারণ কি নিরাকৃত হইবে না?

মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষার চর্চ্চা।

বড়ই আহ্লাদের কথা বঙ্গীয় মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে আপনাদের মাতৃভাষারূপে বরণ করিতেছেন এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় চিঠি পত্র লিখিতে, বক্তৃতা করিতে, পত্রিকা প্রচার করিতে—এমনকি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বামাবোধিনীর অনেক দিনের পরিচিতা মুসলমান গ্রাহিকা সকল আছেন এবং বামারচনা-স্তম্ভে কোন কোন মুসলমান বালিকার সুন্দর কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছে। "মিহির ও সুধাকর", "ইসলাম প্রচারক" প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্র পাঠ করিয়া আমরা বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকি। কবিবর হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীতের অনুকরণে মুসলমান-জাতির উন্নতির জন্য যে কবিতা লিখিত হইয়াছে এবং হজরত মহম্মদের জীবনবৃত্ত যেরূপ কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানদিগের মধ্যে কবিত্ব-শক্তির বিকাশ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। গত মাইকেল-উৎসবে কয়েকটী দেশহিতৈষী মুসলমান হিন্দু খৃষ্টানদিগের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ও মধুসূদনের কাব্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন, তৎশ্রবণে আমরা মোহিত হইয়াছি। এদেশে বাঙ্গালী ও মুসলমান বলিয়া এক ভ্রান্ত প্রভেদ-কল্পনা আছে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশবাসী মুসলমানেরাও বাঙ্গালী এবং বঙ্গভাষা তাঁহাদেরও মাতৃভাষা, ইহা তাঁহারা যত বুঝিবেন, এদেশবাসী হিন্দুদিগের সহিত ততই তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ হইবে এবং মাতৃস্তনের ন্যায় মাতৃভাষার সুধা পান করিয়া ততই তাঁহাদের চিন্তা, লিখন ও বক্তৃতা-শক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। ইহা দ্বারা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশেরও মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, বলা বাহুল্য।

মুসলমান লেখক কিরূপ সুন্দর বঙ্গভাষায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত "উপবাস" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী মিহির ও সুধাকর হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোককে বৎসরের মধ্যে কিছু কালের নিমিত্ত উপবাস করিতে ও তৎসহ নম্রতা বা দুঃখের অথবা শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিতে দেখা যায়। পুরাকালের ইহুদীগণ বৎসরের মধ্যে কয়েক দিন উপবাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল উপবাস করিতেন। হজরত মুসা (আলা) কেবলমাত্র অনুতাপের দিন (day of atonement) উপবাস করিবার বিধান করেন। যাহা হউক আমরা তওরাতে (Old Testament) উপবাসের বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ইহুদীগণ আজিও দুইটী উপবাস করিয়া থাকেন। প্রথমটী, অনুতাপের দিনে (day of atonement) করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ণ চর্ব্বিশ ঘণ্টা উপবাসী থাকিতে হয়। এই উপাবাসকে তাঁহারা Black fast বা 'কৃষ্ণোপবাস' নামে অভিহিত করেন। ইহা তাঁহাদের সপ্তম মাসের দশম দিনে পালন করিতে হয়। দ্বিতীয়টী, কেবল একদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পালন করিতে হয় এবং উহা White fast বা 'শ্বেতোপবাস' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য জাতির মধ্যেও উপবাস পালন করিতে দেখা গিয়াছে। প্রাচীন মেসেরবাসিগণ কিছুদিন উপবাস করিয়া, কিরূপে তাহাদের আইসিস দেবতার মহোৎসব সম্পাদন নিমিত্ত উদ্যোগী হইত, তাহা ইতিহাসের জন্মদাতা হিরোডোটাস স্বীয় পুস্তকে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এথেন্সে থেস্মোফোরিয়া পর্ব্বোপলক্ষে এবং সিরিস দেবতার পূজা উপলক্ষে উপবাস করিবার প্রথা সম্যক্ রূপে প্রচলিত ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যেও একাদশী, শিবরাত্রি প্রভৃতি তিথিতে উপবাসের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল জাতির মধ্যেই উপবাস-প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। মোট কথা, পুরাকালে লোকে অন্ন জল হইতে বিরত থাকিবার নিমিত্ত উপবাস করিত না, কেবল অনুতাপের নিমিত্তই উপবাস করিত। এমন কি, ইহুদীগণের মধ্যেও পরবর্ত্তী সময়ে উপবাসে বিরক্তির ভাব জন্মিয়াছিল। পিথাগোরীয়দের সংশ্রবে এবং প্রাচ্য জগতের সন্ন্যাসী বা ফকিরদিগের সংমিশ্রণে থাকিয়া ইহুদীদিগের মধ্যে এসেনীয়গণ সর্ব্বপ্রথমে উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কতিপয় গ্রন্থকারের মতে হজরত ইসাও তাঁহাদের নিকট উপবাসের উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ বিবেচনা করেন যে, হজরত ইসা (আলা) বা তাঁহার শিষ্যবর্গ উপবাসের নিমিত্ত কোন বিশেষ আদেশ প্রদান করেন নাই। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টানেরা উপবাসকে স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে একটী ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য করেন। হজরত ইসার ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যুর দিন অর্থাৎ গুডফ্রাইডের দিন ভিন্ন অতি প্রাচীন সময়ে খৃষ্টানদিগের মধ্যে কোন-

রূপ সাধারণ উপবাসের বিষয় কুত্রাপি কোন স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান্‌গণ উপবাস ও বিরতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত দিবসগুলি খৃষ্টানের উপবাসের দিন বলিয়া গণ্য করেন। যথা—(১ লেণ্টের চল্লিশ দিন; (২) এম্বার ডেস অর্থাৎ লেণ্টের প্রথম সপ্তাহের, হুইটসণ্ডে সপ্তাহের, সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের এবং এডভেণ্টের তৃতীয় সপ্তাহের বুধ, শুক্র ও শনিবার; (৩) এডভেণ্টের চারি সপ্তাহের বুধ ও বৃহস্পতিবার; (৪) হুইটসনটাইডে ও মহাত্মা পিটর ও পলের ভোজের, অল সেণ্টসের এবং খৃষ্টমাসের পূর্ব্ব দিন। প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ উপবাস ও বিরতির মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ না করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী দিনে উপবাস পালন করিয়া থাকেন। যথা—(১) লেণ্টের ৪০ দিন; (২) চারি ঋতুতে এম্বার দিনে; (৩) হোলী থর্সডের পূর্ব্ব তিন দিন; (৪) খৃষ্টমাসডে ব্যতীত প্রত্যেক শুক্রবারে। রাজবিধানের দ্বারা অন্যান্য উপবাসের দিন নিরূপিত হয়।

হজরত ইসা স্বয়ং উপবাস করিতেন এবং অরণ্যমধ্যে তাঁহার চল্লিশ দিন উপবাসী থাকিবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উপবাস ব্রতের সহিত ধর্ম্মভাব যে বিশিষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহরূপে সংমিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা তদ্দারা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে; —এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মে উপবাস সম্বন্ধে অনুতাপ বা অনুশোচনারই সমধিক প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতপ্রবর সুলেখক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মোশেম (১) স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, শয়তানের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ ও তাহার দর্প চূর্ণ করণ জন্য এবং কোন কোন সংকুপিত দেবতার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত লোকে প্রথম প্রথম উপবাসকেই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া জ্ঞান করিত।

'চার্চ্চ হিষ্ট্রী' নামক গ্রন্থপ্রণেতা বলেন 'স্বকীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের কার্য্যকলাপের অনুকরণ ও তদঙ্কিত মার্গের অনুসরণ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করা খৃষ্টানদিগের উপবাসব্রত পালনের অন্যতম কারণ।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হজরত ইসার (আলাঃ) অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি হইতেই খৃষ্টানদের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পর্ব্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার যে সকল খৃষ্টান আপনাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে রণব্যাপারের সহিত তুলনা করেন, তাঁহাদের মতে উপবাসাদি খৃষ্টীয় সৈন্যগণের রক্ষাকরী উপদেবতার কার্য্য করিয়া থাকে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক শরীরকে কষ্ট দিবার প্রথা খৃষ্টীয় চার্চ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, অন্যান্য চার্চ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেইরূপ

(১) মোশেম কৃত "ধার্ম্মিকদের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৩১ ও ৩৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাবে প্রচলিত ছিল; কিন্তু দৈহিক ও মানসিক শক্তিপুঞ্জের ধ্বংস সাধন ও নীচ সন্ন্যাসধর্ম্মের পরিপোষণ ব্যতীত উক্ত প্রকারে শরীরকে কষ্ট দিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। জনৈক খৃষ্টান কবি তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বিগণের উপবাস করিবার কারণ নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

খাদ্য দ্রব্য হায়! কোথাও না পায়
দরিদ্রেরা তেঁই করে উপবাস,
ভোজনে অক্ষম হের সে কারণ
রোগগ্রস্ত জন করে উপবাস;
লোভ-পরায়ণ যতেক কৃপণ,
সঞ্চয় কারণ করে উপবাস,
অধিক আহার করিবে আবার
ভাবি পেটুকেরা করে উপবাস;
এ মর জগতে ধার্ম্মিক সাজিতে,
কপটী যতেক করে উপবাস;
পাপ আচরিয়ে শাস্তি দণ্ড ভয়ে
ধর্ম্মভীরুজন করে উপবাস।

ইসলাম ধর্ম্মে রমজান মাসের উপবাস (রোজা) তিন প্রকারে পালন করিতে হয়।

প্রথমতঃ—ক্ষুৎপিপাসা দমন;

দ্বিতীয়তঃ—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিচয়কে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তকরণ।

তৃতীয়তঃ—পার্থিব সর্ব্ববিধ চিন্তা হইতে মনকে বিরত রাখা ও বিভুচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ না করা।

কোন ব্যক্তি ইসলাম প্রবর্ত্তিত বিধি-সিদ্ধ উপবাস রাখিতে (পালনে) ইচ্ছা করিলে তাহার নিম্নলিখিত সর্ত্তত্রয় (নিয়ম) পালন করা আবশ্যক। যথা—

১। প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক।

২। সাবালক বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

৩। সুস্থমনা ও সজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কতক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রীতিমত প্রাত্যহিক উপবাস করিয়া আমাদের প্রবৃত্তনিচয়কে ভোগ্যবস্তু হইতে বিরত রাখা এবং আমাদের মনোবৃত্তি সকলকে পবিত্র ও মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করা—এই দুই যুক্তি-যুক্ত ও বৈধ উদ্দেশ্য ইসালাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত রোজা রাখা প্রথার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।"

মৌনি-সভা।*

পারস্য রাজ্যের আমিদান নগরে একটি বিখ্যাত বিদ্বন্মণ্ডলীর সভা ছিল। এই সভার ব্যবস্থাবিধির প্রথম নিয়মটি এই—"সভ্যেরা অধিক চিন্তা করিবে, লিখিবে অল্প ও তদপেক্ষা অল্প কথা কহিবে।" এই সভা 'মৌনী' নামে খ্যাত হইয়াছিল,

* ফরাসী পত্র হইতে গৃহীত।

এবং পারস্যরাজ্যের প্রকৃত বিদ্বান্‌মাত্রেই ইহার সভ্য হইতে গৌরব বোধ করিতেন। ‘মুখবন্ধনী, নামক একখানি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর পুস্তকলেখক মৌলবী জেব সাহেব, নগর হইতে সুদূরস্থ নিজ নিভৃত নিবাস হইতে শুনিলেন যে, মৌনি-সভায় একজন সভ্যের পদ খালি আছে। তিনি অবিলম্বে যাত্রা করিয়া আমিদান নগরের সমবেত সভ্যমণ্ডলীপূর্ণ সভাগৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন, ও দ্বারবান্ দ্বারা সভাপতির নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, “মৌলবী জেব সাহেব বিনীতভাবে ঐ শূন্য পদ প্রার্থনা করেন।” দ্বারবান তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল, কিন্তু মৌলবী সাহেব ও তাঁহার প্রার্থনাপত্র আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; ইতিমধ্যে শূন্যপদটী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সভ্যমণ্ডলী বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছায় একজন রাজকীয় প্রসাদভোগী অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, সহরের যুবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রশংসিত নবীন লেখককে সভায় স্থান দানে বাধ্য হইয়াছিলেন; এক্ষণে মৌলবী সাহেবের ন্যায় গম্ভীর চিন্তাপরায়ণ এবং প্রগল্‌ভতা ও বাচালতার শাসক স্বরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে সভায় স্থান দিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাগ্যে প্রার্থনাকারীর নিকট এই অশুভ ঘটনা প্রকাশ করিবার ভার পড়িল। তিনি ইহাতে বড় সুখী হইলেন না, এবং কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই বিষয় কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি একটি বৃহৎ জলপাত্র জলপূর্ণ করিতে বলিলেন, এবং এমন সুন্দররূপে পূর্ণ করাইলেন যে, আর এক ফোঁটা জল ঢালিলে তাহা উছলিয়া পড়িবে। অতঃপর তিনি দর্শনপ্রার্থীকে আনিতে সঙ্কেত করিলেন। জেব সাহেব যথার্থপাণ্ডিত্যসূচক সদ্ভাব ও সারল্য সহকারে প্রবেশ করিলেন। সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোন কথা না বলিয়া বিষণ্নমুখে জলপূর্ণ পাত্রটি দেখাইয়া দিলেন। মৌলবী সাহেব তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, কোন পদ খালি নাই; কিন্তু কোনরূপে ভগ্নমনোরথ না হইয়া আর একজন সভ্যের প্রবেশে কোন ক্ষতি হইবে না— বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন। পদতলে একটি গোলাপের পাপড়ী পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন, এবং এমন ধীরভাবে সেই জলের উপরে ভাসাইয়া দিলেন যে, এক ফোঁটা জলও পড়িল না।

এই উদার ও সরল উত্তরে সকলে হাততালি দিয়া উঠিলেন। এইবার সভার নিয়ম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং হর্ষ-কোলাহল-সহকারে জেব সাহেব অভ্যর্থিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার হস্তে নাম সহি করিবার জন্য ঐ সভার সভ্যতালিকার বহি প্রদত্ত হইলে তিনি নাম সহি করিলেন। তাহার পর চলিত প্রথানুসারে ধন্যবাদসূচক কোন কথা বলিতে হইত; কিন্তু প্রকৃত

'মৌনী-সভার' সভ্যের ন্যায় তিনি কোন কথা না বলিয়া ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন ০১০০—মার্জিনে সভ্যসংখ্যা-নির্দেশক এক শত নম্বর রাখিয়া তাহার পূর্ব্বে একটি শূন্য বসাইয়া দিলেন, এবং নিম্নে লিখিয়া দিলেন " উহারা সংখ্যায় বেশী কিংবা কম হইল না। যাহা ছিল তাহাই রহিল"—১০০। সভাপতি মহাশয় বিনীত সাহেবকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত সমান বিনীত-ভাবে উত্তর করিলেন। তিনি ঐ সংখ্যার পূর্ব্বে এক সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন, এবং লিখিলেন "উহারা পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ অধিক মূল্যবান্ হইল" ১০১০০।

শ্রীমতী অপরাজিতা দাসী।

আকাঙ্ক্ষা।

দেখ এ হৃদয়-তল, দেখ গো লুকানো স্থল,
কিবা আমি চাই,
চিনি না উদ্দেশ্য আশা, বুঝি না প্রাণের ভাষা
কেমনে বুঝাই?

দিয়াছি খুলিয়া দ্বার, খুঁজি লহ সেথাকার
যা আছে যথায়,
সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, যত আছে পরিপূর্ণ,
দেখ সমুদায়।

দেখ সে আকাঙ্ক্ষা, আশা, ঈর্ষ্যাদ্বেষ, ভালবাসা,
বল, দুর্ব্বলতা;
যাহা শুভ্র, যাহা কালো, যাহা মন্দ, যাহা ভালো,
চির-নীরবতা।

উজল আলোকে আনি, দেখ মোর হৃদিখানি,
আমি শুধু চাই
তোমারি মহিমা ভরা একখানি বসুন্ধরা,
তোমা বিনা নাই।

তব জ্যোতিঃ শশী রবি, নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক সবি
উদার আকাশে,
বরষা, বসন্ত, শীত, ছয় ঋতু উপনীত
তোমারি বাতাসে।

লইয়া তোমারি হাসি, ফুল ফোটে রাশি রাশি
বিচিত্র বরণে,
তোমারি প্রেমের গীতি, শুনিবারে পাই নিতি
বিহগ স্বননে।

তোমারি করুণা বুকে, নদী ধায় সিন্ধু-মুখে
ছুটায়ে লহরী;
আমার প্রভাত নিশা, তোমাতেই মিশামিশি
সকলি তোমারি।

আমি শুধু একমনে তোমাময় নিরজনে
সাধি সে সন্ন্যাস,
তাহে লাভ শুভবুদ্ধি, পূত আত্মা, চিত্তশুদ্ধি
—এই অভিলাষ।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

গীতাসার-ব্যাখ্যা।

(১৭)

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, মমতাহীন ও নিরহঙ্কার হইয়া জীবনপথে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

সার ধর্ম্মলাভের উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আচার্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব উপদেশ সকলের অনুবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রের উপসংহার করিতেছেন।

যে ব্যক্তি এক দিকে সর্ব্বপ্রকার কামনা অর্থাৎ ধনকামনা, যশঃকামনা, সুখকামনা, প্রভুত্বকামনা, পুত্রকামনা, বিষয়কামনা প্রভৃতি সকল মনস্কামনা পরিত্যাগ করেন; অন্য দিকে সকল কাম্য বস্তুর প্রতি বীতস্পৃহ হন, অথচ জীবনের কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। অনেক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা ত্যাগী বা বৈরাগী। তাঁহারা কাম্য বস্তু ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর হইতে তাহার স্পৃহা বা কামনা দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বাহিরে ভস্মমাখা বৈরাগী, কিন্তু অন্তরে কামকামী। এরূপ ব্যক্তিরা সংসার অর্থাৎ জনসমাজ ছাড়িয়া যদি বনে গমন করেন, তাহা হইলেও সেখানে বিষয়ভোগের চিন্তা করিবেন এবং সুযোগ পাইলেই পুনরায় ভোগাসক্ত ও সংসারাসক্ত হইয়া যাইবেন। কত কঠোর যোগী তপস্বীর এইরূপে পতন হইয়াছে এবং তাঁহারা পুনরায় ঘোর সংসারী হইয়া পড়িয়াছেন। অন্তরের বাসনা সমূলে দগ্ধ হইয়া না গেলে কোনও স্থানেই নিস্তার নাই। প্রকৃত ব্রহ্মযোগী সংসারে বাস করেন, বিচরণ করেন ও কার্য্য করেন; কিন্তু সংসারে তাঁহার শরীর মাত্র থাকে, তাঁহার মন তাহাতে যুক্ত বা আসক্ত হয় না। তাঁহার আত্মা ঈশ্বরে বাস করে, বিচরণ করে এবং তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ অবলম্বন স্বরূপ ধরিয়া তাঁহারই উদ্দেশে সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সংসার-বাসনার বিরামেই এবং ব্রহ্মকামনার প্রাবল্যেই বিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানুরাগ প্রদীপ্ত হয়। ইহাতেই প্রাণের আরাম, হৃদয়ের তৃপ্তি এবং আত্মার শাশ্বত শান্তি লাভ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মনের দুইটী অবস্থা আবশ্যক। এই দুই অবস্থা নির্ম্মমতা ও নিরহঙ্কার। মমতা কিনা 'আমার আমার' বলিয়া অনুভব। আমার বাড়ী, আমার বিষয় সম্পত্তি, আমার স্বামী স্ত্রী পুত্র পরিবার, এই মোহ বা অজ্ঞানতায় মুগ্ধ হইয়া জীব মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয় এবং সংসারের অনিত্য বস্তু সকলের বিয়োগে শোকে মুহ্যমান হয়। স্বার্থের পরিবর্ত্তে যদি পরমার্থ ভাব আইসে অর্থাৎ কিছুই

আমার নহে, সকলই ভগবানের, যদি এইরূপ মনে হয়, তাহা হইলে সংসারে আর কাহাকেও অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। তাঁহার বস্তু তিনি দেন, তিনি লন, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? পরমেশ্বর সকল সময়েই যেমন শান্ত, তাঁহার যোগে তাঁহার ভক্তও সেইরূপ শান্ত হইয়া থাকেন।

অশান্তির আর একটী উপাদান অহঙ্কার অর্থাৎ আমি কর্ত্তা—আমি প্রভু—আমি আপনার ইচ্ছায় বা বলে সকলই করিতে পারি। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, সকলের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করে, এবং আপনার গরিমা স্থাপনেই ব্যস্ত হয়। এরূপ ব্যক্তির শান্তি কোথায়? যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা নিরহঙ্কার—শান্ত, দান্ত, ধীর, বিনয়ী। তাঁহারা জানেন ঈশ্বরই জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং তাঁহারা তাঁহার দাসানুদাস। তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশ মস্তকে লইয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই মহিমা দর্শন শ্রবণ কীর্ত্তন ও প্রচারে ব্যস্ত হন। তাঁহারা সেবক হইয়া জগদীশ্বরের ও জগদ্বাসী জীবগণের সেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। যতই তাঁহারা দীনের দীন হইয়া দীননাথের শরণাপন্ন হন এবং প্রভুর কার্য্যে আত্মবিসর্জ্জন করেন, ততই তাঁহাদের শান্তি, আরাম এবং আনন্দ। স্থিতধীর লক্ষণা করিবার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্থ! সর্ব্বপ্রকার মনোগত-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্য যখন পরমাত্মাতে আত্ম তুষ্টি লাভ করেন, তখনি তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।* আবার এই প্রস্তাবনা শেষ করিবার সময়ে সেই কথা বলিলেন—যখন মানুষ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্পৃহাশূন্য, মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া জীবনের কর্ত্তব্যসাধন করেন, তখনই তিনি শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

* প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

মিলন।*

শৈল সিংহ—যশলমীরের অন্তর্গত পুগলাধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র "সাধু"।

মাণিক রাও—মহিলবংশীয় এবং অরিস্ত নগরের রাজা।

অরুণাকমল—রাঠোরবংশীয় মন্দোর-যুবরাজ।

বীর সিংহ—মন্দোর-কর্ম্মচারী।

মহারাণী—মহিলরাজরাণী।

লাবণ্যবতী—'কর্ম্মদেবী' মহিলরাজ মাণিক রাওয়ের দুহিতা।

সুরমা—পূর্ব্ব মহিলরাজকন্যা।

চপলা—লাবণ্যবতীর সখী।

* রাজস্থানের "কর্ম্মদেবী" নামক ইতিবৃত্তমূলক কাব্যোপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

প্রথম দৃশ্য।

(স্থান—মহিলরাজধানী অরিষ্ট নগর।
রাজ্যপ্রান্তে মন্দির।
মন্দিরে লাবণ্যবতী ও সখীগণ, দূরে
শিবিকাসহ অনুচরগণ।)

চপলা—

"প্রতিদিন কেন দেবী! সহি ক্লেশ শত
এ দুর্গমে এস ইষ্ট দেবে পূজিবারে,
রাজ-গৃহে বিরাজিত দেবতা জাগ্রত,
কেন করিলে না তুমি অর্চ্চনা তাঁহারে?
এ যে গো নিবিড় বন—গেহ নিরালার,
ভয় হয় পুরুষের নিঃশঙ্ক পরাণে,
নারী-হৃদি সশঙ্কিত! হের চারিধার
শৈল-শৃঙ্গ ঘেরি, ভয় উপজে না মনে?
বলেছিলে এক দিন বলিবে আমার
নির্জ্জনে কাহার লাগি কর উপাসনা,
বল দেবী, বড় সাধ জাগিছে হিয়ায়,
তিরপিত কর মোর অধীর বাসনা।"

লাবণ্যবতী—

শুন সখি! কেন করি কঠোর সাধনা—
এক দিন উদ্যানের মন্দির মাঝারে
ধেয়ানে মগন ছিনু হারায়ে আপনা,
সহসা মেলিয়া আঁখি চাহিনু দুয়ারে
দেখিনু, এখনো মনে পড়িলে আমার,
হৃদয় উথলি উঠে কি যেন পুলকে!
সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তিখানি দেবী প্রতিমার,
আননে নয়নে তাঁর কি জ্যোতি ঝলকে!
বলিলেন মোরে চাহি, কি মধুর স্বরে,
মরমেতে দূরাগত বীণাধ্বনি প্রায়।
"কেন বৎসে! হেথা বসি আরাধিছ হরে,
কিশোরী! কামনা তব কি জাগে হিয়ায়?
প্রেমের কামনা হবে, প্রণয়ীর তরে
সহ ক্লেশ, কর বৎসে! আত্ম-বিসর্জন।
মহিলরাজ্যেতে এই নগর-প্রান্তরে
এখনো মন্দির এক আছে পুরাতন,
জাগ্রত দেবতা তিনি পূজিলে তোমার
পূর্ণ হবে মনোরথ একই বরষে।
প্রতি প্রাতে করো পূজা চরণে তাঁহার।"

এই বলি চলিলেন। আমি অবশেষে
বলিলাম "কে তুমি মা! ছলিতে আমায়
এসেছ কি এ ধরায় মহেশ-মোহিনী?
জান যদি বলে দাও ভবিষ্য ছায়ায়
পূর্ণ মনোরথ হবে, সত্য তব বাণী।"
সে কোমল স্বর সখি সহসা কে জানে
বজ্রধ্বনি সম মোর শ্রবণে পশিল,
সভয়ে উঠিনু আমি চাহি তাঁর পানে,
উজল নয়নে তাঁর জ্যোতি নিঃসরিল।
বলিলেন "সাবধান! কিশোরী বালিকা,
প্রণয়েতে আত্মহারা কোরোনা হিয়ায়।
অকালে ঝরিয়া যাবে কুসুম কলিকা,
বিফল মিলন শুধু হবে এ ধরায়।
কোরো পূজা মহেশের পবিত্র চরণ,
আত্মজয়ী হ'য়ো বৎসে! দোষ যাবে দূরে,
প্রতিদিন অষ্টশত কুসুম রতন
সহস্রেক বিল্বপত্র অর্পিও তাঁহারে।"
সহসা সে মূর্ত্তি যেন মিশাল কোথায়,
চিত্রিত পুত্তলী প্রায় রহিলাম চেয়ে।
তার পর তুমি সখি আসিলে সেথায়,
লভিলাম শক্তি যেন তোমারে হেরিয়ে।

চপলা—

কাহার প্রেমের লাগি করিছ কামনা,
আপনিত প্রেমে বদ্ধ ওই রাঙ্গা পা'য়

মন্দোর-কুমার সখি, তবুও বাসনা—
আরো কি সুদৃঢ় কোরে বাঁধিতে তাঁহায়?

লাবণ্যবতী—

থাক সখি. বেলা হল কথায় কথায়,
যাও ত্বরা করি সবে আনগে ডাকিয়া,
ফুল তোলা হল নাক ফিরিছে কোথায়,
যাই মন্দিরেতে, বেলা যেতেছে বহিয়া।

(চপলার প্রস্থান)।

(অলক্ষ্যে শৈলসিংহের প্রবেশ।)

লাবণ্যবতী—

"এই সবে শরতের প্রথম বিকাশ,
পল্লবিত তরু লতা বরষার শেষে।
কেনই জীবন এত হয়েছে উদাস,
কালো মেঘরাশি বুকে ছাইতেছে এসে।
বেশী দিন নাহি আর মাঘী পূর্ণিমার,
বৎসরেক পূজা মোর হয়ে যাবে শেষ।
ইষ্ট দেব কই তুষ্ট হলেন পূজায়,
সহি সেই তুষানল—হৃদয়ের ক্লেশ।
বসন্ত-পূর্ণিমা দিনে মন্দোর-কুমার
বর-বেশে এসে মোরে করিবে বরণ।
কি করে ভুলিব "তাঁরে" কি করে আমার
হৃদয় অন্যের প্রেমে হইবে মগন?
একে ভালবেসে প্রাণ সঁপেছি সাদরে,
অন্যে পুনঃ এ হৃদয় দিব কি করিয়া?
অসতী হবনা কভু এ ছার সংসারে,
লভিব অতুল শান্তি আত্ম বিসর্জ্জিয়া।
সখীরা জানেনা সবে কেন এ কামনা,
বহিতেছে প্রেমরাশি উদ্দেশে কাহার!
বুঝি বিধূমিত হল জীবন-বাসনা,
শৈল তুমি এত দিন কোথায় আমার"—
সহসা কোমল কার করের পরশে
চমকি চাহিলা বালা, চিত্রার্পিত প্রায়
রহিল চাহিয়া মুখে যুবা, অবশেষে
বলিল মধুর বাণী জড়িত সুধায়।

শৈলসিংহ—

"লাবণ্য আনন্দময়ি! প্রেমের প্রতিমা,
গোপনে এসেছি দেবি! দেখিতে তোমায়,
তোমার অতুল প্রেম নাহি যার সীমা
আত্মহারা করি এবে এনেছে আমায়
নিকটে তোমার, কেন বিষণ্ণ চাহনি
হৃদয়ের শিরা টানি ফেলিছে ছিঁড়িয়া।
কি দুখে মলিন মুখ, কেন বিষাদিনী
প্রিয়তমে অভাগারে আছিলে ভুলিয়া!

লাবণ্যবতী—

"ভুলি নাই প্রিয়তম, এ জীবন মোর
শুধু তব প্রেমময়, ভুলেছি সকলি
নীরবে প্রেমের মোহে রহিয়াছি ভোর।
যদি সখা প্রেমব্রত স্বপন কেবলি—
জীবনেতে আসিত না দারুণ নিরাশা!
এই সবে জীবনের বিকাশ মধুর,
তবে কেন এরি মাঝে ফুরায়েছে আশা,
দুঃখ-গীতি অবিশ্রান্ত জাগাতেছে সুর
কতদিন এ প্রণয় রবে লুকাইয়া?
প্রকাশ করিতে মানা কোরোনা আমায়।
মন্দোর-কুমার সখা সহসা আসিয়া
এ বন্ধন নিমেষেতে ছিঁড়িবে গো হায়!
শুনিয়াছি সখীমুখে জননী আমার
বলেছেন 'আভরণ আসিবে সত্বরে,
আসিবে মন্দোর হতে মন্দোর-কুমার',
ফুরাল প্রণয় বুঝি এতদিন পরে।
অপরের চরণেতে বিবাহ-শৃঙ্খলে
কি করে এ হিয়া মোর বাঁধিব গো বল?

হৃদয় জ্বলিয়া তাই যায় দাবানলে,
নয়নে উথলে তাই ম্লান অশ্রুজল।"

শৈলসিংহ—

"কি বলিব প্রিয়তমে! সেই এক দিন
আহুত অতিথি হয়ে আসিনু হেথায়,
সেই হতে ওই তব নয়ন মলিন
স্বর্গীয় অতুল প্রেম ছড়াল হিয়ায়।
আমি ছিনু দীন হীন, তুমি কত দূরে—
দেবী-প্রতিমার মত সৌন্দর্য্য ছায়ায়
বিরাজিত আপনার মহিমা শিখরে,
কি সাধ্য আমার দেবী নেহারি
তোমায়?
প্রতিদিন সযতনে রোগ-শয্যা পাশে,
সুরভিত ফুলদল কে দিত সাজায়ে?
প্রত্যূষে নয়ন মেলি শুধু কার আশে
আত্মহারা দুয়ারেতে রহিতাম চেয়ে!
মূর্ত্তিমতী করুণা যে লয়ে মধু হাসি
প্রত্যহ উষার সহ রুগ্ন কক্ষে মোর
আসিতেন, দুটি করে লয়ে ফুলরাশি।
সে ছবিতে এখনও হয়ে আছি ভোর!
তৃষার্ত্ত অধরে কেবা যোগাইত বারি,
ওই রূপরাশি দেবী যে দিন নেহারি,
হৃদি বাঁধা সেইদিন ওই চরণেতে।
কি করিব বল দেবি! জনক তোমার
দীন-হস্তে দিবেন কি দুহিতা রতন?
পাণি-প্রার্থী তব শুনি মহিল-কুমার
করেছেন এ হৃদয়ে অশনি ক্ষেপণ।
মন্দোর-কুমার দেবি! উচ্চ কুল মানে
কুমারীর উপযুক্ত সেই যোগ্য পতি।
আমি দীন হীন বল কে মোরে বাখানে,
মন্দোরে দিবেন তোমা, তিনি দৃঢ়মতি।"

লাবণ্যবতী—

"কি উপায় আছে আমি কি করিব
বল?
সাক্ষী দেবাদেব আর মা জননী সতী,
সঁপিনু তোমারে এই হিয়া দুরবল,
স্বরগে মরতে থাকি, তুমি মোর পতি!
ত্যজিব এ ছার প্রাণ, কখনো জীবনে
একে ভালবাসি, নাহি সঁপিব অপরে,
তুমি স্বামী, গতি মোর জীবনে মরণে,
রাখ, মার, যাহা ইচ্ছা বলিনু তোমারে!"

শৈল—

প্রিয়তমে! যাই তবে মনে রেখো তবু,
বাসন্তী-পূর্ণিমা অগ্রে চতুর্থীর দিনে
সাক্ষী দেবাদেব বাক্য টলিবেনা কভু
হরিয়া লইয়া যাব তোমারে গোপনে।
দুচারিটি সখী লয়ে পূজিবার ছলে
এসো হেথা প্রিয়তমে, সৈন্যদল নিয়ে
লুকায়ে রহিব আমি ঘন বৃক্ষতলে,
সহসা আক্রমি তোমা লইব হরিয়ে।
রুক্মিণীর পরিণয় অপূর্ব্ব গাথায়,
যা লিখেছে তাই পুন পাবে দেখিবারে—
মন্দোর-কুমার যাবে শিশুপাল প্রায়,
বাহুযুদ্ধে এ নিখিলে কে জিনে আমারে?
হৃদয়ের রাণী তুমি হবে রাজরাণী,
করিনু শপথ আজি দেবতা-সম্মুখে,
নতুবা বীরের মত কাটি যুগ্ম পাণি
হরষে ঘুমার আমি অনলের বুকে।
ভুলোনাক প্রিয়তমে যাই হেথা হতে,
ওই দেখ আসিতেছে সখীরা তোমার।
স্থান দিও অভাগারে ওই হৃদয়েতে,
আরাধ্য কিছুই মোর নাহিক যে আর।

লাবণ্যবতী—

কেমনে ভুলিব বল জাগ্রৎ স্বপনে
নিশিদিন ওই মুখে হারাতেছি সখি।
প্রিয়তম এই ক্ষুদ্র হৃদয়-আসনে
শুধু ওই আঁকা একি তব মুখচ্ছবি।
যাও শীঘ্র, এলো ওই সখীরা আমার,
মনে রেখো উপবনে সেই বাপী-তীর,
ঘন বৃক্ষ ছায়া দিয়ে ঘেরা চারিধার,
এসো সেথা শেষ যামে নিশি চতুর্থীর।

শৈলসিংহের প্রস্থান।

চপলা ও সখীদের প্রবেশ।

চপলা—

"এখনো হেথায় একা রয়েছ কুমারী!
নিঃশঙ্ক তোমার হৃদি, ধন্য বলি তায়,
প্রভাতে ঘনান্ধ বন গাছ পালা ঘিরি
আচ্ছন্ন রয়েছে যেন চির-তমসায়।
কবে শেষ হবে তব এই উপাসনা?
সুন্দর মার্জ্জিত সেই উদ্যান-মন্দিরে
পূরিত না কেন তব কিসের কামনা,
এত ক্লেশ সহিতেছ তুমি যার তরে।"

লাবণ্যবতী—

এত বেলা গেল আজি তোমাদেরি তরে,
একমনে চিত্ত স্থির আজকে করিয়া
আরাধনা করিব গো দেব মহেশেরে,
তোমরা গাঁথিও মালা দুয়ারে বসিয়া।

(ক্রমশঃ)

পত্র।

প্রিয় শ—হিন্দু নারীর তীর্থযাত্রাই শোভা পায়, দেশ ভ্রমণ কথাটা তত যেন ভাল লাগে না। যে রকমেই বুঝিয়া লও, তোমাকে এ প্রবাস যাত্রার সংবাদ দি। ১৯০৩ সালের প্রারম্ভেই ২৫ শে জানুয়ারী আমরা তিন জনে দুটি শিশু সন্তান লইয়া বাড়ী ছাড়িলাম। বাঙ্গালির মেয়ের বিদায়-পর্ব্বটা অবশ্যই সকরুণ। নীরব ছল ছল নেত্রপূর্ণ মুখগুলি পশ্চাতে রাখিয়া আমরা রাত্রি ৯ টায় বম্বে মেলে যাত্রা করিলাম। গাড়িখানি আপন কর্ত্তব্য অনুসারে শত শত যাত্রীর ভার লইয়া ছুটিল। গতিত কেহ ফিরাইতে পারেই না, ইহা সৃষ্টির নিয়ম। নৈশ গগন চন্দ্র-তারকায় পরিশোভিত, তথাপি পথ অন্ধকারময়। প্রান্তর গুলিও তরুলতা বক্ষে করিয়া যেন ঘুমাইতেছে। সকলই নীরব, কেবল ট্রেণখানি ঝম্ ঝম্ শব্দে চলিয়াছে। ক্রমেই রজনীর বয়োবৃদ্ধি হইয়া আসিতে লাগিল। তরুণ সান্ধ্য জীবন উত্তীর্ণ, পূর্ণাবয়বে দ্বিপ্রহরে যৌবনে উপনীত হইল। রজনী এখন সম্পূর্ণ শান্তিময়ী, শতসূর্য্য তাহার আঁধার ঘুচাইতে পারিবে না। আমিও চারি পাশের নিস্তব্ধতা দেখিয়া কেবল আমার প্রিয়জন সম্বন্ধে কতই তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। নিরিবিলিই চিন্তার আধার, যা হোক উঠা বসা করিয়া করিয়া রাত্রি অতিবাহিত হইল। ভোর পাঁচটার সময় আগ্রা

পঁহুছিলাম। সেখানে আমাদের একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সমস্ত দিবস বিশ্রাম করা গেল ও এই অল্প সময়ের মধ্যে আগ্রার সৌন্দর্য্যময়ী প্রাসাদাবলী দেখা হইল। বিখ্যাত মমতাজমহলের কথা আমি আর কি বলিব? ইহার সুষমার গান অনেকেই গাইয়াছেন। উহা দেখিয়া আমার মনে হইল যে অসামান্যা জগদ্বিখ্যাতা সুন্দরীর অনুরূপ বুঝি এই সমাধি-স্থল। শ্বেতাঙ্গিনী একটি ইংরাজ মহিলা উক্ত তাজমহলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন।

সেই শ্বেতমর্ম্মর-সজ্জিত সমাধির নিকট গিয়া যখন দাঁড়াইলাম, তখন হৃদয়ে এক-প্রকার অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর শান্তভাব আসিয়া অন্তর বাহির পূর্ণ করিল। সম্রাটের পত্নী-প্রেম এই মর্ম্মর প্রস্তরের প্রত্যেক লতা পাতা ও পুষ্পে পুষ্পে এখনও ফুটিয়া রহিয়াছে। যদিও তাঁহার একাধিক মহিষী ছিল, তিনি প্রণয় বিভক্ত করিয়া দিয়াও মমতাজ মহলের অংশে এত ঢালিয়াছিলেন, যে সে প্রাণে অকূল জলধি-প্রেম বিস্তারিত হইয়াছিল। তাই কি তিনি সর্ব্ববলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন। সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে যেন নিস্তব্ধতার নীরব মাধুরী এই গাইতেছে :—

উঠ জাগগো সুন্দরী,
মেলগো কমল আঁখি,
পাষাণে ফুটেছে ফুল
প্রেমের গৌরব মাখি।

আমরা সেই শ্বেত সৌধমালা চরণে দলিয়া দলিয়া নিয়ে অবতরণ করিলাম এবং তাজমহলের পাদদেশ-শোভিত বিনোদ উদ্যানের শ্যামল পত্র ও সৌরভিত পুষ্পদলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সত্বর বাহির হইলাম।

পরে আমাদের গাড়ীখানি আগ্রার দুর্গাভিমুখে সত্বর ধাবমান হইল। গাইড মহাশয়ের পরামর্শানুসারে একেবারে দেওয়ান ও আমখাসের নিকট গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। ইহা একটি প্রকাণ্ড দালান, শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। দিল্লীর মতন এখানেও বেগমগণের উপাসনালয় মতি-মসজিদ নামে খ্যাত, তবে দিল্লীর অপেক্ষা বড়। তার পর নাগিনা মসজিদ ও বাদসাহের তখত্ তাউস খানি ঐ খানে ধূলিসংযুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে, যেন বাদসাহের সঙ্গে সঙ্গে উহারও দেহখানি প্রাণবিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই ঐ শবময় সিংহাসনখানি ধূলিরূপ কাক শকুনি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। শুনিলাম, লর্ড কর্জ্জন না কি জীর্ণসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পরে বাদশাহের অন্দর মহল, ভোজনাগার, শয়নাগার, নৃত্য-গীত-ক্রীড়াগার—প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ অতীত ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। পরদানশিন্ বেগমগণ ঐ দুর্গমধ্যেই বাস করিয়া পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষিত সকল সুখ উপভোগ করিতেন। এই প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য্য এখন কেবল শ্বেত মর্ম্মর রক্ষা করিতেছে, বাদশাহী ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন আর কিছুই নাই। ইহার পরে শিশমহল দেখিলাম।

উহা কেবল স্নানাগার মাত্র। গৃহটি হম্মামের উপযোগিতায় নির্ম্মিত, খিলান করা ও নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গিন কাচখণ্ডে বিনির্ম্মিত। দেওয়ালের অভ্যন্তরে আলোকাধার, উহার মধ্যে যখন শতাধিক মোমবাতি জ্বলিত, দ্বার বন্ধ করিয়া সূর্য্যালোক রুদ্ধ করিয়া দিলে পরমরূপবতী ভামিনীগণের সৌন্দর্য্য উহার অভ্যন্তরে বিবিধ বর্ণের কাচখণ্ডের সহিত হীরকপ্রভারূপে খেলিতে থাকিত। বিলাসী মুসলমান জাতি পার্থিব সুখের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারে!

সেই প্রকাণ্ড দুর্গমধ্যে যবন-পরিবেষ্টিতা রাজপুতবালা যোধাবাইর মহল দৃষ্ট হইল। হিন্দু রাজকন্যা স্বীয় আবাস মুসলমানগণ হইতে বিভিন্নাকৃতি করিয়াছিলেন। যোধপুরীর প্রাসাদ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। তিনি যবন-গৃহিণী হইয়াও হিন্দুধর্ম্ম যাজনা করিতেন, এখনও প্রতীয়মান। তাঁহার মহলের মধ্যে একটি হোমকুণ্ড দেখা গেল। পূজার স্থানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। অতঃপর দেখিলাম সোমনাথের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ গেটটি সেই দুর্গমধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সুন্দর কারুকার্য্য এখনও প্রাচীন শিল্পীর গৌরব রক্ষা করিতেছে। ক্রমেই বেলা হইয়া উঠিল। একটি ইংরাজ সৈনিক আসিয়া জানাইলেন যে আর এখানকার ফটক খোলা থাকিবার সময় নাই; সুতরাং আমরা নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতে ৮টার মেলে বম্বে যাত্রার সময়। কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম আর সে সত্বরতা নাই—আজিকেও "লেট"। আমরাও ট্রেণের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ষ্টেশনে প্ল্যাটফরমের দৃশ্য কি এক উদ্বেগপূর্ণ! কখন গাড়ী আসিবে, কখন গিয়া বসিবার স্থান অধিকার করিব। এই সকল দেখিয়া মনে হইতেছিল আমাদের যাওয়া আসার গতি সর্ব্বত্র এক, তবুও কেন সকল সময় এক-প্রাণ হইয়া থাকিতে পারি না। এই প্ল্যাটফরমের মত সংসার-দৃশ্য। এখানেও পাপ ও পুণ্যের বোঝা কাঁধে বহিয়া বেড়াইতেছি। কেহ বা ভারাক্রান্ত—যাইবার জন্য ব্যাকুল, কেহ বা সুখস্রোতে গা ঢালিয়া ঘুমাইতেছেন, আর কেহ যাইবার জন্য পথ-সম্বলের আয়োজন করিতেছেন। এই সকল চিন্ত-আন্দোলনের মধ্যে ট্রেণখানি সবেগে আসিয়া উপস্থিত। আর কেহ কাহারও মুখ তাকাইল না, সকলেই স্ব স্ব স্থান অধিকারে ব্যতিব্যস্ত। আমি যদিও একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না, তথাপি যথাস্থানে দাঁড়াইয়া ভ্রাতার অপেক্ষা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে ভায়া দুইটি কুলি লইয়া আসিয়া আমাকে সত্বর যাইতে কহিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলাম। সেখানে শ্বেতাঙ্গিনীর আলয় হইয়া পড়িয়াছে। আমি একা বাঙ্গালীর মেয়ে, যা হউক মুখে সাহস লইয়া বসিলাম। সেখানে "লেডিজ রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট" দেখিয়া ভরসা হইল। তবুও প্রাণে শ্বেত কৃষ্ণের ভেদাভেদ-জনিত একটা

উদ্বেগ রহিল। ইউরোপীয় মহিলাগণ সেখানেও ঘরকন্না বিস্তার করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে ট্রেণ ছাড়িবার সঙ্কেত হইল। এইবার বিদায়ের পালা। এই স্থলে বহুদিনের একটি ধারণা অপসারিত হইল। আমার বিশ্বাস ছিল ভারতবাসিনীগণেরই অন্তঃকরণ এত কোমল যে তাঁহারা ক্ষণেক বিদায়েও ব্যথিত হইয়া পড়েন। শিশির-বিন্দুস্বরূপ অশ্রুজল তাঁহাদের নয়নপ্রান্তে যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সুসভ্য বীর-নারী ইংরাজমহিলাদিগের তেমন নহে, তাঁহাদের অন্তঃকরণ সামান্য আন্দোলনে টলটলায়মান হয় না। সহযাত্রিণীগণের মধ্যে কাহারও মাতা ভগ্নী, কাহারও স্বামী বন্ধু বিদায় দিতে আসিয়াছেন। ট্রেণের হুইসল কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র বদন রক্তিমাভ হইয়া নয়নজল গণ্ডস্থল বহিয়া করুণ বিদায় চাহিল ও প্রতিদানে আশীর্ব্বাদ, প্রণাম ও স্নেহ প্রেমের অকৃত্রিম নিদর্শন স্বরূপ পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া অভিনয় শেষ করিলেন। অনিমেষচক্ষে কেবল সেই মুহূর্ত্তের চিত্র-খানি দেখিতেছি ও নিজের প্রবাসযাত্রায় সকল পরিজন ছাড়িয়া স্নেহ প্রীতির অভাব অনুভব করিতেছি। এই অবসরে বেলা দশটার গাড়ি ছাড়িল। খানিক ক্ষণ পরে একটি একমাসের শিশু অবলম্বনে আমরা পরস্পরে আলাপ আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ক্রমে সকল মেম সাহেবেরই শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া গেলাম। এইবার নির্ভয়ে চলেছি। উচ্চ নীচ প্রান্তর, কোথায়ও বা অদূরে পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইল। গোয়ালিয়র ষ্টেষণ হইতে মহারাজার কেল্লা দেখা গেল। পরে মধ্যাহ্নবেলায় মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকোপরি উপস্থিত হইলে জগৎ প্রখর কিরণমালায় উত্তপ্ত হইয়া শ্রান্তকলেবর হইলে ট্রেণখানি বুঁদেলখণ্ডে পদার্পণ করিল। তৎপরেই বীরমহিলা লক্ষ্মীবাইর লুপ্তরাজত্ব ঝাঁসীতে প্রবেশ করিলাম। এই ষ্টেষণটি অপেক্ষাকৃত বড়, এখানে ট্রেণ অধিকক্ষণ থাকে, সাহেবেরা লঞ্চ ভোজন (জলযোগ) করেন। তাই এখানে নামা উঠার ধুম পড়িয়া গেল। আমাদের একজন যাত্রী কমিয়া গেলেন। অবশিষ্টেরা সেই অবসরে প্রশস্ত স্থানের জন্য অগ্রসর হইলেন। যথাসময়ে গাড়ী আবার ছাড়িল। আমার সঙ্গিনীগণের আকৃতি প্রকৃতি কথাবার্ত্তা হাব ভাব সকলের মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই ছিল না। সমস্ত দিনে নানা প্রকারের আহার পান ও বিবিধ প্রণালীতে বিভিন্ন সময়ে বেশ পরিবর্ত্তন! তবে বিবীদিগের সাহস ও নির্ভীকতা বঙ্গরমণীর অপেক্ষা যথেষ্ট, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সতীর প্রতিজ্ঞা।*

"পবিত্র ত্রিদিব ধাম ধরণীমণ্ডলে
সতীর ভূষণে নারী বিভূষিতা হ'লে,
অমরাসতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায় ?"

১। জীবনাবধি স্বামীর অমতে একটীও কার্য্য করিব না ; মিষ্টভাষিণী, সরলান্তঃকরণা ও পবিত্র প্রেমময়ী হইব।

২। স্বামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কখনও কটূকাটব্য বলিব না, এবং স্বামীকে বিদ্বেষ-ভাবের কথা বলিব না বা কখনও বিদ্বেষ চক্ষুতে দেখিব না।

৩। যদি প্রাণ-বিয়োগ হয়, তথাপি যাহাদ্বারা তাঁহার শারীরিক কিংবা মানসিক আঘাত হইতে পারে, এমন কার্য্য, কথা বা চিন্তা করিব না। বরং যাহাতে তাঁহার সন্তোষ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

৪। কেবল আত্মসুখভোগের নিমিত্ত স্বামীকে চিন্তা বা স্মরণ করিব না।

৫। পতির সম্মতি ব্যতীত অর্থব্যয় করিব না এবং অনর্থক ব্যয়শীলা হইব না।

৬। পতির প্রদত্ত, ধন অতি আদরপূর্ব্বক এবং হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিব।

৭। আপন অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির আশয়ে স্বামীকে উত্ত্যক্ত বা বিরক্ত করিব না।

৮। সদ্বিবেচিকা ও বুদ্ধিশালিনী হইয়া ও জীবনের ধর্ম্ম জানিয়া পতির সেবা ও তাঁহার সমস্ত পরিবারের কার্য্য এবং সন্তানাদি প্রতিপালন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব, এবং গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইব।

৯। পতির গুরুজনকে ত্যাগ করিয়া পতির সহিত স্থানান্তরিত হইব না, বরং যথেষ্ট ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিব।

১০। আপনার নিমিত্ত স্বামীর অর্থ, সময় ও অন্যান্য বিষয় যাহাতে অল্প ব্যয় হয় এমন চেষ্টা করিব।

১১। পতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইব।

১২। পতির সেবার জন্য দিন রাত্রি প্রস্তুত থাকিব, কখনও কাতর হইব না।

১৩। অশ্লীল কথোপকথন ত্যাগ

* প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "স্ত্রীকুল-হিতসাধিনী সভা" হইতে এতৎসংলগ্ন প্রতিলিপির মূল প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়। এখন এইসভা বর্ত্তমান আছে কিনা কিংবা প্রকাশিত পত্রখণ্ড পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হয় দেখিয়া এক খণ্ড প্রতিলিপি আপনার গোচরে আনিলাম, সহৃদয়া পাঠিকা ভগ্নীদিগের উপকারে আসিবে জানিলে প্রকাশিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিঃ শ্রীঅপরাজিতা দাসী।

করিব ; বহুভাষিণী হইব না, ও স্বামি-নিন্দাবাদে রুষ্ট হইব।

১৪। পতির উপরে কখনও কর্ত্তৃত্ব করিব না।

১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়-পাত্র বা পাত্রী, সতত তাঁহাদিগের হিত-সাধনে নিযুক্ত থাকিব, এবং বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজনাদি করাইব।

১৬। যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন সহকারে পতিকে বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকী-দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিব।

১৭। স্বামী দুরাচার ও অসৎস্বভাব হইলে তাঁহাকে সৎস্বভাব-সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন করিব।

১৮। স্বামী নিষ্ঠুর ও কর্কশভাষী এবং ব্যয়কুণ্ঠ হইলে, অলোভী হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে বিনম্র বেশ ধারণ করিব।

১৯। স্বামীকে কখনও অর্থসম্বন্ধে বা পরিবার প্রতিপালনে কুমন্ত্রণা দিব না।

২০। স্বামীর ভোজনান্তে ভোজন এবং শয়নান্তে শয়ন করিব।

২১। স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে কখনও অপবিত্রভাবের কথা বলিব না, কি অপবিত্রাচারণ করিব না; সর্ব্বদা লজ্জাশীলা ও শান্তশীলা থাকিব।

২২। পতি যে ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

২৩। মলিন বেশে বা বিষণ্ণবদনে স্বামীর সম্মুখীন হইব না। প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশ ভূষায় সুচারু ভোজন দ্রব্য দ্বারা সন্তোষ সাধন করিব।

২৪। স্বামীর হিতোপদেশপূর্ণ কথা-বার্ত্তায় কখনও তাচ্ছিল্য করিব না।

২৫। দ্বার-দেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিব; অনন্তর তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইলে সাহাস্য আস্যে সম্ভাষণ করিব। তিনি কোন কার্য্যে দাসীকে নিয়োগ করিলে স্বয়ং সেই কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব।

২৬। পতি যে সকল কথা বলিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও কদাচ অন্যের নিকট প্রকাশ করিব না।

২৭। স্বামীর বিরস বদন দেখিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান দ্বারা নিবারণের চেষ্টায় থাকিব।

২৮। স্বামীর প্রণয়পাত্রী বলিয়া অহ-ঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করিব না।

২৯। অল্প কারণে স্বামিসন্নিধানে অভিমানিনী হইব না।

৩০। পতি ধনহীন, রুগ্ন, বা মূর্খ হইলেও মনে মনে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিব না।

৩১। ক্রোধপরবশ হইয়া স্বামীর প্রতি কর্কশ ভাষা দ্বারা সমান উত্তর করিব না।

৩২। স্বামী বা গুরুজন হইতে উচ্চ আসনে বসিব না এবং তাঁহাদিগের অনু-মতি ব্যতিরেকে অন্য বাটীতে গমন করিব না।

৩৩। সৎকুলজাতা পুণ্যশীলা পতিব্রতা

স্ত্রীদিগের সহিত সখ্যভাব অবলম্বন করিব; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপলা অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিব।

৩৪। কখনও অন্য পুরুষের সহিত এক শয্যায় উপবেশন করিব না।

৩৫। একাকিনী অন্য পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিব না।

৩৬। পরিহাসক্রমে অন্য কোন পুরুষের অঙ্গ বা বস্ত্র ধারণ করিব না।

কায়স্থ-মহিলাগণ সমীপে নিবেদন।

(প্রাপ্ত)।

আপনারা অনেকেই অল্লাধিক পরিমাণে অবগত আছেন যে কায়স্থের জাতীয় উন্নতি, সামাজিক সংস্কার, জাতীয় বর্ণ-নির্ণয়, বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ, শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন প্রভৃতি সমাজহিতকর বিষয় সকল, বিগত দুই বৎসর হইতে বিশেষরূপে আন্দোলিত হইতেছে। তজ্জন্য কলিকাতায় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা" ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কায়স্থগণের উৎসাহ ও যত্নে অনেকানেক কায়স্থ সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মফঃসলস্থ অনেক সভা সমিতি কলিকাতার মূল সভার শাখা স্বরূপে উহার নিয়মাবলী অবলম্বন করতঃ এবং কতকগুলি স্ব স্ব নিয়মাদির দ্বারা পরিচালিত হইয়া "কায়স্থ সভার" মূল উদ্দেশ্যের সহায়তা করিতেছে। ফলতঃ কায়স্থ সাধারণে এক্ষণে কোন না কোন সভা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা প্রথমতঃ কায়স্থের জাতিনির্ণয় বা সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া ৺ কাশী-ধামের সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজন-পূজ্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ মত ও বঙ্গের পণ্ডিতপ্রধান স্থান সকলের পূজ্যপাদ সুপণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট হইতে যথাশাস্ত্র মতামত সংগ্রহ করিয়া এক্ষণে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ শ্রীশ্রী৺ চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান বিধায় তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। ইহাও মীমাংসিত যে, কায়স্থ পুরুষ বা কায়স্থ-মহিলাগণ দাস ও দাসী শব্দের পরিবর্ত্তে "বর্ম্মা" ও "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন।

বহুদিন হইতে প্রচলিত ও আচরিত ব্যবহার ও রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে দুইদিন দশ দিনে অথবা দুই জন দশ জনের চেষ্টায় বা উদ্যোগে তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। চির-প্রচলিত আচার ব্যবহারাদির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যেমন দেশব্যাপী চেষ্টা ও সমবেত উৎসাহের প্রয়োজন, সেইরূপ

তাহা অনেক সময়-সাপেক্ষ। দেশ দেশান্তরের কায়স্থ মহোদয়গণ যেরূপ উৎসাহ, চেষ্টা, যত্ন ও আগ্রহের সহিত কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয় কায়স্থগণ অতি অল্পকাল মধ্যে সমাজ-সংস্কাররূপ মহাব্রত উদ্‌যাপিত করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব, সমাজের অবস্থা ও শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কায়স্থগণের সংখ্যার বিষয় চিন্তা করিলে এইরূপ ধারণায় উপনীত হইতে হয় যে, কেবল বঙ্গের কায়স্থগণকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে চলিবে না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ প্রবাসী কায়স্থগণের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে, সুতরাং এই সকল বিষয় যতই আন্দোলিত হয়, যতই দেশব্যাপী হয়, যতই প্রাণস্পর্শী হয়, ততই মঙ্গল ও ততই সুখের বিষয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠা বামাবোধিনীর পাঠিকা মহোদয়াগণের মধ্যে শিক্ষিতা কায়স্থ-মহিলার সংখ্যা অল্প নহে। সুতরাং আমরা (কায়স্থেরা) আশা করি অতঃপর কায়স্থমহিলাগণ আমাদের এই সংস্কার ও জাতীয় জীবন সংগঠনে সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ বা উদাসীন থাকিবেন না। যিনি যেরূপে পারেন, যাঁহার যে উপায়ে সুবিধা এবং যিনি যতটুকু পরিমাণে আমাদের উদ্দেশ্যের সহায়তা করিতে পারেন, তাহা করিতে ত্রুটি করিবেন না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা কর্ত্তব্যপথে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের পুর-মহিলাগণ তদপেক্ষা অধিক পারেন। কারণ আমাদের বংশধরগণের লালন পালন ও শিক্ষার সহিত যদি তাঁহারা আমাদের বর্ণধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব সন্তানসন্ততিগণকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করেন ও গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে যে কায়স্থ সমাজ স্বকীয় সামাজিকতায় উপনীত হইবেন এবং অধিকতর ধন সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা আরও আশা করি যে, অতঃপর কায়স্থমহিলাগণ আমাদের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব পরিবারস্থ পুরুষগণকে ঈপ্সিত কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতে একান্ত যত্নপরায়ণা হইয়া জীবনের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

"স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে। দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ।" ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-বচনঞ্চ ॥ *

আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ যেন, এতদিন ভ্রম-প্রযুক্ত নামান্তে যে দাসীশব্দের ব্যবহার করিতেন, অতঃপর তাহা না করিয়া উল্লিখিত শাস্ত্রবচনবলে "দেবী" ব্যবহার করতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণের মর্য্যাদা রক্ষা ও

* ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীলোকগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিবেন এবং বৈশ্যের ও শূদ্রের স্ত্রীলোকগণ দাসী শব্দ ব্যবহার করিবেন।

কায়স্থসমাজের এবং আপনাদিগের সম্ভ্রম রক্ষা করেন।

কায়স্থসমাজের মুখপাত্র, বিশেষতঃ আমাদের এই জাতীয় আন্দোলনের উদ্যোগী আনন্দবাজার পত্রিকা, আমাদের মহিলাগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রতি সপ্তাহেই ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ দ্বারা লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। যদি কোন কায়স্থমহিলা আমাদের জাতীয় উন্নতিপ্রকাশক প্রমাণাদি অথবা অন্য কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা উহা সাগ্রহে ও সানন্দে প্রেরণ করিব।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী,
সহঃসম্পাদক, রাজসাহী কায়স্থ-সমিতি।

আশ্চর্য্য স্বামি-ভক্তি।*

আক্ল্ বিবি জনৈক মুলসমান রমণী। বয়স খুব বেশী নহে। সে রূপলাবণ্যসম্পন্না বলিয়া স্বামীর বিশেষ আদরের পাত্রী ছিল। স্বামী নিম্নশ্রেণীর কৃষক হইলেও স্ত্রীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। সংসারে সকল লোকের ভাগ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ সুবিধা ঘটিতে পারে না। আক্ল্ বিবির স্বামী যদিও তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল, তথাপি মুখরা মাতৃদেবীর জ্বালায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী বধূমাতার প্রতি বড়ই অপ্রসন্না ছিলেন। তাহার কোনও বিশেষ কারণ ছিল না, বিধাতা যেন তাহার প্রকৃতিই এরূপ করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, তিনি সামান্য কারণেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন, এবং বধূর প্রতি সর্ব্বদাই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতেন। কখন কখন বা তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া প্রহারে উদ্যতা হইতেন। পুত্র বাধা প্রদান করিলে তাহারও রক্ষা থাকিত না। মা তাহাকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালি দিতেন। জননীর তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহারে পুত্র সর্ব্বদা ঘোরতর অশান্তিতে কাল কাটাইত। জননী ভাবিতেন পুত্র যদি স্ত্রৈণ না হইত, বধূকে সুশাসনে রাখিত, তাহা হইলে বধূর স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িতে পারিত না। পুত্রের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল যে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া সে সকল অশান্তির অবসান করিবে। তাই একদিন সুযোগ পাইয়া নিশীথকালে স্ত্রীর গলদেশে শাণিত অস্ত্র অর্পণ করিল। নিদ্রিতা যুবতী চমকিতা ও জাগরিতা হইল, এবং চীৎকার করিতে লাগিল। স্বামী ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া কিছু দিন সংকল্প সাধনে বিরত রহিল। তৎপরে এক দিবস স্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করিল যে

* অল্প দিন হইল এই মুসলমান সতীর বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইবে। পিতৃগৃহ তথা হইতে এক দূরবর্ত্তী গ্রামে ছিল। সে গ্রামে যাইবার সময় স্বামী পথিমধ্যে কক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা দেখিতে পাইল। তখন স্ত্রীর মুখে কাপড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া পদদ্বয়ে লোষ্ট্রখণ্ড বাঁধিয়া দিল। অতঃপর তাহাকে দীর্ঘিকার জলে নিক্ষেপ করা হইল। নিরাশ্রয় বালিকা প্রাণরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল এবং চেষ্টার বলে লোষ্ট্রখণ্ড পদপ্রান্ত হইতে খসিয়া পড়িল। তখন সে সন্তরণ করিতে করিতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নিকটবর্ত্তী জনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। এ দিকে স্বামী গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একটা মিথ্যা সংবাদ রচনা করিয়া প্রচার করিল।

যুবতী তাদৃশ নিরাশ্রয় অবস্থায় আত্মীয়ের গৃহে কিছুদিন বাস করিতে লাগিল। সেই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোনও যুবক যুবতীর রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইল, এবং তাহার মনোগত ভাব রমণীর আত্মীয়ের নিকট ব্যক্ত করিল। তাহাকে এ কথাও বলিল যে, সে যদি এরূপ বিবাহসংঘটনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে তজ্জন্য যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবে। অর্থলোভে মানুষ সব করিতে পারে—রক্ষকই ভক্ষক সাজিল। সে মহিলার পূর্ব্ববিবাহ ভঙ্গ করাইয়া নব যুবকের নিকট তাহাকে অর্পণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। এদিকে পুলিস সমস্ত ঘটনার তত্ত্ব পাইয়া স্বামীকে চালান দিল। মোকদ্দমা বিচারালয়ে চলিতেছে। অনুরক্তা পত্নীর ইচ্ছা যে তাহার স্বামী বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত না হয়। তাই আপোষের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। অবশেষে স্বামী বিপক্ষকে ৫০৲ টাকা দিতে সম্মত হইলে মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইল। সরলা আক্লু এইরূপ মীমাংসার কথা শুনিয়া আনন্দিতা হইল। কিন্তু সে তাহার দুষ্টাশয় আত্মীয়ের মনোগত ভাব ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। মোকদ্দমা মীমাংসিত হইবার অব্যবহিত কাল পরে সে সেই ভাব ব্যক্ত করিল। সে আক্লুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তুমি আর কি এখন এই রাক্ষস রাক্ষসীদের গৃহে যাইবে? তাহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তোমারে হত্যা করিয়া তোমার স্বামী মনের আবেগ মিটাইবে। তোমার শাশুড়ীরত কথাই নাই, সে তোমাকে সর্ব্বদা জ্বালাতন করিবে। আর তোমার পাশে যে যুবককে দেখিতেছ, তার গৃহে গেলে কত আদর পাবে, কত সুখে থাকবে। তাই বলি বিবাহ ভেঙ্গে একে বিবাহ কর, তোমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, আর অকালে প্রাণটাও হারাতে হবে না।" আত্মীয়ের এতাদৃশ প্রস্তাবনা শুনিয়া যুবতী যার পর নাই বিরক্ত হইল। ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল "আল্লা আমার প্রাণদাতা, তিনি রাখলে আমায় কে মারে, তিনি মাল্লে কে রাখে? তোমরা আমার নিকট এ প্রস্তাব করিও না। আমি মৃত্যুর ভয় করি না, যদি আমার

স্বামীর নিকট গিয়ে আমার প্রাণ যায়, তবুও তা ভাল।" দুরাত্মা আত্মীয় দেখিল ভয়-প্রদর্শনে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, তখন সে প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিল। রমণী বলিল "তোমরা আমাকে কি দিতে চাও?" তখন আত্মীয় আপোষে তাহার স্বামীর নিকট যে ৫০৲ টাকা পাইয়াছিল, তাহা প্রদান করিল। সে টাকা গ্রহণ করিয়া তাহার স্বামীকে দিয়া বলিল "এই লও তোমার টাকা।" এই বলিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। সে যখন পা টানিয়া লইতে উদ্যত হইল, তখন তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া দৃঢ়রূপে ধরিল ও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তুমি আমায় ত্যাগ করিও না, আমি কোনক্রমেই তোমাকে ছাড়িতে পারি না। তুমি যদি আমাকে মারিয়াও ফেল, তথাপি তোমাকে ছাড়িব না।" তাহার তাদৃশ প্রেমের গাঢ়তা ও ঐকান্তিক ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই বিগলিত হইল। তাহার স্বামীও তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারিল না—তাহাকে পুনর্ব্বার পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া গেল। বর্ত্তমান স্বার্থপরতার যুগে এতাদৃশ পতিভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল। মানুষ ভালবাসিতে যাইয়া ভালবাসার পাত্রের নিকট সহানুভূতিই প্রত্যাশা করিয়া থাকে। প্রেমিকা প্রেমের পাত্রের নিকট কেবল সুখই অন্বেষণ করে। যাহাকে ভাল বাসি, সে যদি আমাকে যাতনা প্রদান করে, তথাপি যদি আমার মন বিরক্ত না হয়, সে যদি আমাকে দুঃখার্ণবে ফেলিয়া—এমন কি আমার জীবনান্ত করিয়া—সুখানুভব করে, তাহা হইলেও যদি আমি আনন্দিতচিত্তে সকল ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। নিরক্ষরা মুসলমান-বালা এতাদৃশ স্বর্গীয় প্রেমের ছবি জগতের নিকট ধরিয়া দিয়া মানব-জীবনে দেবত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর, ইহাই প্রতিপন্ন করিল। জগতের ঘরে ঘরে এতাদৃশ প্রেমের দৃষ্টান্তের যত আধিক্য হইবে, ততই পৃথিবী পবিত্র ও মধুময় হইয়া দাঁড়াইবে, ততই এই শোক-দুঃখময় সংসার শান্তি-ভবন হইবে।

শ্রীচ।

ঈশ্বরের নামাবলী।

সা।

...াংযুগীন, সাংশয়িক-গুরু, সাংসিদ্ধিক, ...জ্ঞা, সাকল্য, সাকার-নিরাকার, সাক্ষাৎ, ...ক্ষী, সাক্ষ্যদাতা, সাক্ষ্যগ্রহীতা, সাক্ষ্যরক্ষক, সাগরালয়, সাগ্নিকদীক্ষাদাতা, সাঙ্খ্যাসিদ্ধ, সাঙ্গ, সাজাত্যিকবিপদভঞ্জন, সাজানিয়া, সাজাদাতা, সাত্ত্বিকভাবদাতা, সাথের সাথী, সাদৃশ্যহীন, সাধপূরণ, সাধক-

সহায়, সাধক-রঞ্জন, সাধনধন, সাধনলভ্য, সাধনাতীত, সাধনীয়, সাধনের ধন, সাধারণ, সাধারণপিতা, সাধারণমাতা, সাধারণগুরু, সাধারণবন্ধু, সাধিষ্ঠ, সাধিষ্ঠানবাসী, সাধু, সাধুবন্ধু, সাধ্যাতীত, সাধ্বসনাশন, সানন্দ, সান্ত্বনাদাতা, সান্ধ্যবন্দনীয়, সাপেক্ষ্যরহিত, সাফল্যদাতা, সাম্যবিধাতা, সাম-গীত, সামঞ্জস্যকর্ত্তা, সামন্ত, সামন্তেশ্বর, সামর্থ্য-শীল, সামাজিক, সামীপ্যবিধাতা, সাম্প্র-দায়িকতাহীন, সাম্যকারী, সাম্রাজ্যেশ্বর, সায়, সায়ন্তনধ্যেয়, সায়াহ্নপূজ্য, সাযুজ্য-বিধাতা, সার, সারদ, সারাৎসার, সারগ্রাহী, সারথি, সারল্যরত্নাকর, সারূপ্যবিধাতা, সার্থ, সার্থক, সার্ব্ব, সার্ব্বকালিক, সার্ব্ব-জনীন, সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বভৌম, সার্ব্ব-লৌকিক, সালোক্যদাতা, সাবধানকারী, সাবিত্রীধ্যেয়, সাহস, সাহসদাতা, সাহসী, সাহ্বকৃৎ।

নূতন সংবাদ।

১। নূতন ছোটলাট কটকের অভি-নন্দনের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যা বঙ্গদেশ হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা তিনি অবগত নন। ঢাকা, ময়মনসিং ও চট্টগ্রাম আসামভুক্ত হইবে, ইহা কি স্বপ্নেরও অগোচর নয়?

২। আমেরিকার ক্রোরপতি শ্রীমতী ষ্টানফোর্ড ভারতদর্শনে আসিয়াছেন। তিনি অতি বদান্যা। তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নিজ ব্যয়ে স্বদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ১০০০ ছাত্র বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতেছে।

৩। বর্ত্তমান ছোট লাটের পিতা রেভারেণ্ড ডাক্তার ফ্রেজার নাগপুরের ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি পুত্রের সহিত একত্র বাস করিতে আসিতেছেন। তিনি বড় ভাল লোক; দয়া, সৌজন্য ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

৪। এই মাসে কাছাড় ও শ্রীহট্টের নানা স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছে। কোন কোন কম্পন দশ সেকেণ্ড ছিল।

৫। ওয়েল্‌স্ প্রদেশে বড় ছুচার উৎপাত হইয়াছিল, আশ্চর্য্য কৌশলে তাহা নিবারিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাণী ছুচার চামড়ার দস্তানার ফরমাস দেন, ইহাতে দেশের সকল ধনাঢ্য রমণীর ছুচার চামড়ার দস্তানা পরিবার সাধ হয়। ইহার ফলে ছুছুন্দরী কুল নির্মূল হইয়াছে।

৬। গত ৭ই অগ্রহায়ণ পণ্ডিতবর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৮০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি যেমন বহুকাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপ[illegible] করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেইরূ[illegible] আদর্শ গৃহস্থ ও দরিদ্র-বন্ধু ছিলেন। ইঁ[illegible]

সামান্ত আয়ে পরিমিত ব্যয় করিয়া পুত্র কন্যা জামাতা প্রভৃতি সকলের উপায় করিয়া গিয়াছেন এবং ২০ হাজার টাকা মূল ধন ট্রষ্টী সম্পত্তি করিয়া রাজপুর অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারদিগের চির-সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এরূপ সাধুদৃষ্টান্ত অতি বিরল।

৭। লাহোরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রজলাল ঘোষ রায় বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

৮। মোরাদাবাদের রাণী কিশোরী বেরিলী কলেজের ফণ্ডে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৯। দাক্ষিণাত্যের জলপ্লাবনে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যার্থ মান্দ্রাজের বাদসা সাহেব কোম্পানি চাউল কাপড় ও লবণ যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর স্বয়ং এবং প্রদেশীয় রাজা মহারাজারাও অর্থ দান করিতেছেন।

১০। বার্ণ নগরে চিকিৎসার্থী ছাত্রের সংখ্যা ১৭৪, কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা ১৯০ জন। জেনিভা নগরে এরূপ ছাত্র ১৮৩ এবং ছাত্রী ১৩৬ জন মাত্র।

১১। বিবি বেসান্ট গয়া নগরে কয়েকটী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিতেছেন।

১২। বুয়ারদিগের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট ক্রুগার সাহেবকে কতকগুলি ফরাসি লোক একটী অভিনন্দনসহ এক পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। ক্রুগার বলেন ঈশ্বরের ন্যায়পরতায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং স্বদেশ সম্বন্ধে তিনি নিরাশ নহেন। তিনি এখন নির্জনে বাস করিয়া বাইবেল পড়েন এবং অবিশ্রান্ত চিঠি পত্র লেখেন।

১৩। দুইজন আমেরিকান স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ প্রাচীন গ্রীক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গ্রিস দেশে আসিয়া তত্রত্য লোকদিগকে দেখাইতেছেন যে, প্রাচীন পোষাক সমধিক সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর।

১৪। জর্ম্মণ সম্রাটের তৃতীয় পুত্র প্রিন্স এডাল্বার্ট কলম্বো দর্শন করিয়া চীন যাত্রা করিয়াছেন।

১৫। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজকেও চমৎকৃত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে (ইম্পিরিয়াল) উচ্চতর শিক্ষাবিভাগে উন্নত করিয়া ইঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

১৬। আমেরিকার মিসুরী প্রদেশে এক রেলওয়ে দুর্ঘটনায় জেনারেল বুথের অশেষ-গুণবতী কন্যা বিবী বুথ টকারের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম।

১৭। সম্বুর হইতে কেহ লিখিয়াছেন, তত্রত্য পার্ব্বত্য রাজা এক কৃষিপ্রদর্শনীতে বলিয়াছেন, তাঁহার প্রজারা আর স্ত্রীবিক্রয় করিতে পারিবে না। প্রজাদের ইহা প্রীতিকর হয় নাই।

১৮। বাবু নলিনবিহারী সরকার সি আই ই, কলিকাতার সরিফ হইয়াছেন।

১৯। রাজ্ঞী আলেকজান্ড্রা সেণ্ট বার্থলোমিউ হাঁসপাতাল বিস্তার জন্য ফণ্ড স্থাপনার্থ স্বয়ং ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

২০। নরওয়ে ও লাপলাণ্ড পাশাপাশি দেশ। আশ্চর্য্য, নরওয়ের লোক পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি, লাপেরা সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্ব।

২১। জেসিন-মেয়ার নাম্নী এক মার্কিন রমণী ব্রিমেন নগরে ৭ বৎসর নিদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ এক অগ্নিদাহের গোলযোগে জাগিয়া উঠিয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাকে খাওয়ান হইত। তাঁহার শরীর সুস্থ এবং স্মৃতি পরিষ্কার আছে।

২২। মাডাম পট্টি ১০,০০০ টাকায় তাঁহার স্বর বিমা করিয়া আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন। স্বর-বিকারে কোনও কনসার্টে এক রাত্রি গান করিতে না পারিলে ১০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবেন।

২৩। জাপান দেশে এক অদ্ভুত বৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে সন্ধ্যার পর ধুম নির্গত হয়। বৃক্ষটী ৬০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে।

২৪। পারস্যোপসাগরে ভ্রমণোপলক্ষে লর্ড কুর্জ্জন বাসিডোর, লিংঘা, বেহুণ প্রভৃতির শাসনকর্ত্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পরস্পরের সৌজন্য ও শিষ্টাচারের কোনও অভাব নাই।

২৫। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ভাণ্ডারকার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

২৬। উদান্ধা নামক নগরে ক্রমাগত ১২০০ বৎসর ধরিয়া একই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। দিন ৫ বার চন্দনকাষ্ঠের যোগান দেওয়া হয়।

২৭। এবৎসর সেণ্ট এণ্ড্রুজ উৎসবে হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি সার ফ্রান্সিস ম্যাকলিন সভাপতি হন এবং হাইকোর্টের সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন।

২৮। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মূকবধির বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতল গৃহসহ ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। নূতন ছোটলাট এই বিদ্যালয়ের প্রতিপোষক হইয়াছেন।

২৯। মান্দ্রাজ কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনীর সাহায্যার্থ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন। মহীশূরের রাজা এই প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

৩০। হুগলি ইমামবাড়ি অফিস গৃহে হাজে মহম্মদ মসিন এবং সায়েদ কেরামত আলির প্রতিকৃতির আবরণ সমারোহে উন্মোচিত হইয়াছে।

৩১। পেনসন-প্রাপ্ত জজ, সবজজ, মুনসেফ, মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার, এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারগণ বিনা পাশে বন্দুক রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩২। মেং জে ঘোষালের স্থানে বাবু সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল বেথুন কলেজ কমিটীর সম্পাদক হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পারিবারিক জীবন—শ্রীপ্রসন্নতারা গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১॥ টাকা। এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ইহার ভাষা যেরূপ বিশুদ্ধ, ইহার রচনা-প্রণালীও সেইরূপ সুনিপুণ। গ্রন্থখানিতে লেখিকা আপনার অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি ও সুবিচার-ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তিনি অপক্ষপাতে প্রাচীন হিন্দু পারিবারিক অবস্থার বিচার করিয়া তাহার গুণের সমর্থন ও দোষের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের সপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত। নব্য রীতি নীতি সম্বন্ধেও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাচারিতাকে দূষিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার পোষকতা করিয়াছেন এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খ্যাতনামা বাবু চন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থের ভূমিকা স্বয়ং লিখিয়া এইরূপে তাহার উপসংহার করিয়াছেন "পারিবারিক জীবন অতি সুশিক্ষিতা চিন্তাশীলা এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনসম্পন্না মহিলার লিখিত সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইংরাজী শিক্ষিতমাত্রকেই এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই পাঠ করিতে বার বার অনুরোধ করি।" আমরা স্ত্রীলোকমাত্রকে ইহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

২। ধবলেশ্বর কাব্য—অমিয়াগাথা প্রভৃতি প্রণেত্রী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তফি) বিরচিত। মহানদীর গর্ভে ধবলেশ্বর শৈল অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য, তদ্দর্শনে কবি একটী ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র হইলেও রচনা পারিপাট্যে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। শ্রীমতী সরস্বতীর স্বভাব বর্ণনা চমৎকার।

৩। শ্রীমনোমত ধন দের জীবনী পুস্তক—আমাদের পরম স্নেহাস্পদ এই সাধু যুবার আকস্মিক শোচনীয় অকাল মৃত্যু তাহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ভগ্ন করিয়াছে। ইনি যুবকদিগের আদর্শ অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তৌর্য্যত্রিক ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার দৈবশক্তি ছিল। তাঁহার প্রস্তুত যন্ত্র সকল যেমন পরিপাটী, তেমনি তাঁহার সুকণ্ঠ সঙ্গীত যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, সে মুগ্ধ হইয়াছে। স্বল্প জীবনে প্রতিকূল অবস্থা সকলের মধ্যে তিনি চরিত্রবল ও কার্য্যনিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

৪। ব্রিটিষ ইণ্ডিয়া—নূতন ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। নমুনা আশাজনক।

বামারচনা।

অমিয়া আমার।

অমিয়া আমার,—
তুমি কি স্বর্গের ফুল,
মরতে মিলে না তুল,
তুমি কি সুচারু ছটা বাসন্তী ঊষার!

অমিয়া আমার,—
তুমি কি শারদ ইন্দু—
অথবা মথিত সিন্ধু—
ইন্দিরা সুন্দরী, মাগো সুষমা-আধার?

অমিয়া আমার—
মরুভূমে বরাননি,
তুমি কি শান্তির খনি,
নিদাঘ-তাপিত বক্ষে অমৃত আসার?

অমিয়া আমার,
অমা ঘোর অন্ধকারে,
তুই কি চপলা হাঁরে,
পথিকের দগ্ধ বুকে লহরী আশার?

অমিয়া আমার!
কে তুই অমিয়া-ঢালা,
তুই কি মন্দারমালা,
অভাগীর ভগ্নবুকে দেব-পুরস্কার?

অমিয়া আমার!
কোন সাধ নাহি প্রাণে,
তবু চেয়ে তোর পানে,
মরুভূমে ফুল্ল ফুল ফুটেছে আবার।

অমিয়া আমার,
জীবনের প্রিয়তম,
সুখের স্বপন মম,
অন্ধের নয়ন-তারা জগতের সার।

অমিয়া আমার,—
তোর আধ আধ বোলে,
পড়িয়া আশার ভোলে,
ছেঁড়া তার সপ্তমেতে বাজিল আবার।

অমিয়া আমার,—
যেই সুখ কল্পনায়,
বসি আঁকিতাম হায়,
তুমি মা প্রত্যক্ষদেবী সেই কল্পনার।

অমিয়া আমার,
হেরিলে ও চারুমুখ
আমার আমিত্ব টুক
মিশে তোতে, স্বর্গ মর্ত্ত্য হয় একাকার।

অমিয়া আমার,
তোর আধ আধ স্বরে,
আলয়ে অমিয়া ঝরে,
তুমি যে সর্ব্বস্ব মোর কত সাধনার।

অমিয়া আমার,
ওই কচিমুখে তোর,
কি জানি কি আছে মোর,
হেরিলে উথলে বুকে অমৃত আসার।

অমিয়া আমার!
দর্শন বিজ্ঞান কত,
ঘাঁটিলাম অবিরত,
মিলে নাই—বিশ্বতত্ব তাহার মাঝার!

অমিয়া আমার!
তোর ওই কচিমুখে,
আমি যে দেখিনু সুখে
জগতের তত্ব—বেদ বেদান্তের সার।

অমিয়া আমার!
হইয়া তোমার শিষ্য
বুঝিনু নিখিল বিশ্ব
নহে মা নশ্বর,—শুধু প্রীতি-পারাবার।
অমিয়া আমার!
তোর হাসি মুখ দেখে,
তোমা ধনে বুকে রেখে,
ভবনাট্যে যবনিকা পড়ুক আমার।

তোমার মা—
নগেন্দ্রবালা সরস্বতী,
কটক।

শিশুর হাসি।

কত মধুমাখা হাসি শিশুর বয়ানে,
হেরিলে আনন্দ সর উথলে পরাণে।
কালকূট বিষভরা এ ভব মাঝারে
বিরাজে অমিয়-কণা শিশুর অন্তরে।
শুনেছি স্বরগ নামে আছে পুণ্যদেশ,
জ্যোতির্ম্ময়, নাহি তথা অন্ধকার লেশ।
ছদিনে বসন্ত যেথা হয় না বিলয়,
রোগ শোক মৃত্যু নাকি পায়না আশ্রয়।
দয়েল পাপিয়া সদা মধুমাখা তানে,
নন্দন প্লাবিত করে বিভুগুণ গানে,
আনন্দ বাজায়ে তথা অমর অমরী,
কেহ নাচে কেহ গায়, ডাকে হরি হরি।
সেই দেশজাত এই সুদুর্ল্লভ হাসি,
মরতে দেছেন বিধি করুণা প্রকাশি।
মোহান্ধ মানব মোরা বুঝেও বুঝি না,
এত স্নেহ পেয়ে তবু তোমাতে মজিনা।
দয়াময় দীননাথ অধমতারণ,
দয়া করে কর দেব মোহ বিমোচন,
সম্পদে বিপদে যেন ভুলিয়া তোমায়,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, না মজি মায়ায়।

শ্রী হেমপ্রভা কর।

অনিত্য সংসার।

অনিত্য সংসার, কিছু নহে সার,
সব ভোজ বাজী প্রায়;
এখনি যা ছিল মুহূর্ত্তে টুটিল,
কালেতে মিশিল হায়!
আমার আমার বাণী কেন আর,
কে তোমার বল মন?
জীবনের প্রেয়, সংসারের শ্রেয়,
গেল মুদি দুনয়ন।
এই ছিল তার কত অহঙ্কার,
অনিত্য দেহের তরে;
মুহূর্ত্তে টুটিল অবশ হইল,
দুরন্ত কালের করে।
এই ছিল সবে হাসি কলরবে
সুখে পুলকিত কায়;
এই শোক রোল হরি হরি বোল,
দুখে বুক ফেটে যায়।

ধন মান যশ স্নেহ প্রেম রস
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ভক্তি ;
দেহের গৌরব প্রকৃতি-সৌরভ
সাধুতা সখ্যতা শক্তি ;
ভাই বোন পিতা সন্তান বনিতা
মাতা মমতার রাণী ;
কেহ কারো নয়, সবি মায়াময়,
অনিত্য সংসার খানি।
সজ্জিত সুন্দর এই বাড়ীঘর
কতই সামগ্রী পূর্ণ ;
সকলি অনিত্য, হয়,যায় নিত্য,
কালে হয় সব চূর্ণ।
ঘেরে চারিধার স্নেহের আধার,
আপনা হারায়ে তায় ;
থাকি নিশিদিন চেতনা-বিহীন
কি পাষাণ এ হৃদয় !
একে একে কত হলো কালে গত
ভাঙ্গিয়া ভগন প্রাণ ;
কত পরিবার করি ছার খার
করিল কালে শ্মশান।
অনিত্য সংসার, বলি বার বার
জীবনের প্রিয় সুধা
পিয়ে হলাহল, তবে কেন বল
সংসারে সুখের ক্ষুধা ?
বার বার বার অনিত্য সংসার
বুঝিতেছি মনে মনে ;
কেন তবু ছিছি! ঘুরি মিছামিছি
সে সুখের অন্বেষণে ?
আমার কি ভবে ? আমি কার তবে ?
ভাবিতে অবশ হিয়া ;
এবে সংখ্যাহীন কত নিশিদিন
কাটাইনু কি যে নিয়া।
আমার একটী যায় যদি টুটি
অপরে জড়ায়ে ধরি ;
ভাবি নারে হায়! সবারে বিদায়
দিতে হবে অশ্রু ভরি।
সকলি অনিত্য কোথা নিত্য সত্য,
চির-আকাঙ্ক্ষিত সখা !
ঝুটা আবর্জ্জন করি বিসর্জন,
সার ধন দেও (হে) দেখা !
পুতুল খেলায় লইয়া আমায়,
বুঝাইলে বৃথা সব,
সকলি অসার ধূলিমাত্র সার
ভবের সব বিভব।
এসুখ সম্ভোগ সংযোগ বিয়োগ,
পাঁচটী ভূতের খেলা,
অদ্ভুত আকার ভূত ব্যবহার
জড় অজড়ের মেলা।
যাহা কিছু নিত্য চিন্ময় শাশ্বত,
করেনা হেথায় স্থিতি ;
প্রেমে মাতোয়ারা হইয়ে তাহারা
তোমা পানে ধায় নিতি।
এ পোড়া জীবন শুনেনা বারণ,
ভুলে নিত্য সত্য সুধা ;
জড়ায়ে অসারে, ঘোর হাহাকারে,
বাড়ায় মোহের ক্ষুধা।
কোথা নারায়ণ, সত্য সনাতন
চিন্ময় মানস-চোর !
অধমা দুর্জ্জনে এ মায়া-কাননে
প্রেমানন্দে কর ভোর।

শ্রীঅম্বিকা সেন,
বরিশাল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 485-86. Jany & Feby, 1904.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৫-৮৬ সংখ্যা। | পৌষ ও মাঘ, ১৩১০। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ডাকমাশুল হ্রাস—১৯০৪ সালের জানুয়ারী হইতে ছয় তোলা পর্য্যন্ত ওজনের সংবাদপত্র এক পয়সার ডাকমাশুলে যাইবে। এই অনুগ্রহের জন্য গবর্ণমেণ্টকে শত শত ধন্যবাদ।

অনাথ-আশ্রম—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর কলিকাতার শ্যামবাজারে অনাথ-আশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২৩ কাঠা জমী দান করিয়াছেন। এই জানুয়ারী মাসে ছোট লাট ইহার গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—গবর্ণমেণ্ট ঢাকা বিভাগকে বঙ্গদেশ হইতে কাটিয়া ফেলিয়া আসাম প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিতে এবং ছোট নাগপুরকে মধ্য-প্রদেশের সহিত মিলিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গাঞ্জাম জেলা ছিন্নবঙ্গের সঙ্গে যোড়া দিবার কথা।

পুরীর যাত্রিনিবাস—কলিকাতার বাবু দুলি চাঁদ শ্রীক্ষেত্রে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণার্থ ১৬০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

লালগোলার রাজার বদান্যতা—মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নতিকল্পে ৫০০০ টাকা ও একটী দাতব্য হাঁসপাতালের জন্য ৩০,৫০০ টাকা দিয়াছেন।

তিব্বতাভিযান—সেনাপতি ইয়ংহজব্যাণ্ড সসৈন্যে চুম্বীউপত্যকায় পৌছিয়াছেন। তিব্বতীয়েরা এ পর্য্যন্ত বাধা দেয় নাই, পরে কি হয়।

রুস-জাপান—রুস ও জাপানদিগের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ আসন্ন। উভয় পক্ষই প্রাণপণে সমরায়োজন করিতেছেন।

স্ত্রী-ব্যারিষ্টরি—মার্গারেট ভিলহান্-

নাম্নী ফরাসী বিবি ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশে আর কোনও স্ত্রীলোক ব্যারিষ্টারি করেন নাই।

ডিলারির কৃতকার্য্যতা—আহম্মদ নগরে ৫— বুয়ার বন্দী ছিল, তাহারা ইংরাজের অধীন হইতে চায় নাই। সেনাপতি ডিলারি তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র-গণের দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনে সম্মত করাইয়াছেন। কেবল দশজন বুয়ার কিছুতেই রাজি হয় নাই।

দেশীয়ের উচ্চপদ—এডুলজি পল্ল-নজি নামক একজন পার্শি ব্রহ্মদেশের জেল সকলের ইনেস্পেক্টর-জেনারেল হইয়াছেন।

হাইকোর্টের জজ্—জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপধ্যায় এই জানুয়ারী মাসের পর অবসর লইতেছেন। তাঁহার পদে বাবু সারদাপ্রসাদ মিত্রের নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। আরও কয়েকটী বিচারকের পদ শীঘ্র শূন্য হইবার কথা।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

রাজপুরুষদিগের গমনাগমন—লর্ড কর্জ্জন গত ২রা পৌষ পারস্যোপসাগর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি আগামী মে মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন। লেডী কর্জ্জন লঙ্কার পথ দিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। লর্ড কিচ্‌নার সিমলা হইতে ভগ্নশরীরে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সামাজিক সমিতি—এবৎসর কংগ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজে সামাজিক সমিতিরও অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কট রাও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে উদার মত প্রকাশ করেন। জষ্টিস্ চন্দ্র-ভার্কারও একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন।

তিলকের বিচার—পুনার জজ্ বিচার করিয়া এক বৎসরের পরিবর্ত্তে ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানার হুকুম দিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টে আপিল হইয়াছে।

চিকাগো বিভ্রাট—অত্রত্য নাট্য-শালায় ১৩০০ দর্শক উপস্থিত ছিল, ঘরে আগুন লাগিয়া ৫৬৪ জন হত এবং ১৫৭ জন আহত হইয়াছে। এই ঘটনায় চিকাগোর মাজিষ্ট্রেট ১৯টী নাট্যশালা বন্ধ করিয়াছেন।

নববর্ষের রাজসম্মান — ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি ছোট লাট বোর্ডিলন কে, সি, এস, আই, মিউনিসিপালিটীর সভা-পতি গ্রিয়ার সাহেব সি, এস, আই, কটকের বাবু মধুসূদন দাস সি, এস, ই, উপাধি পাইয়াছেন। রায় বাহাদুর ও খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিও কয়েকজনকে প্রদত্ত হইয়াছে।

বক্তৃতা-বৃত্তি—সুপ্রসিদ্ধ হারবার্ট

স্পেন্সারের স্মরণার্থ অক্সফর্ড বা লণ্ডন নগরে বক্তৃতার জন্য এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ১৫০০০ টাকা দিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার বর্ত্তমানযুগের স্মরণীয় মহাপণ্ডিত।

হিন্দু বিধবা।

গতসংখ্যক বামাবোধিনীতে আমরা "দুগ্ধপোষ্য বিধবা" সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা হিন্দুসমাজের চিন্তার স্থল হইয়াছে কি না জানি না। আমাদিগের বিশ্বাস পতিত হীন স্বার্থান্ধ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কর্ণে প্রকৃত ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা অল্পই স্থান পায় এবং আপনার কন্যা ভগিনী চিরদুঃখিনী হইলেও নিজে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারিলেই নব্য হিন্দু পুরুষগণ নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারেন। নারীজাতির উদ্ধারের জন্য যে ২।৪টী মহাপুরুষ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চরণে শত শত নমস্কার। কিন্তু যে সকল পুরুষ লইয়া হিন্দুসমাজ, তাঁহাদিগকে এখনও অচল অটল দেখা যায়। ভারতের নারীগণ এখন বিদ্যালোকে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যত্ন চেষ্টার উপর ভারতের নারীজাতির কল্যাণের অধিক আশা ভরসা। বহুদিন হইল স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন:—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

আজিও এ কথা সত্য বলিয়া ঘোষিত হউক। ভারত-ললনাগণ জাগ্রত হইয়া নিদ্রিত অজগর সর্প সমাজকে জাগাইয়া তুলুন এবং তাহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদিত করিয়া লউন্।

ভারত বিধবাদিগের উদ্ধারসাধন সমাজ-হিতৈষীদিগের এখন একটী প্রধান কার্য্য। আমরা গত বারে দেখাইয়াছি ১ হইতে ৫ বৎসরের বিধবার সংখ্যা ৭।৮. হাজার। এরূপ অদ্ভুত শোচনীয় ঘটনা দুর্ভাগ্য ভারতেই সম্ভবপর। ৫ বৎসরের উর্দ্ধতন তালিকা আজি দিতেছি:—

৫ হইতে ১০ বৎসরের বিধবা—	৩৪,৭০৫
১০— ১৫	৭৫,৫৯০
১৫— ২০	১,৫২,৮৭১
২০— ২৫	২,১৯,৪৯১
২৫ — ৩০	৩,৪৭,০২৪
৩০— ৩৫	৪,৮৩,৪৯০
৩৫— ৪০	৪,৮১,১০৩
৪০— ৪৫	৭,৩৭,৩১৮
৪৫— ৫০	৪,৯৫,৮১৩
৫০— ৫৫	৭,৪৭,৪৫৮
৫৫ — ৬০	৩,২৫,৭৮৫
৬০ হইতে উর্দ্ধ—	১৩,৩৭,১১৯

অর্দ্ধ কোটির অধিক রমণী বৈধব্যগ্রস্ত হইয়া ভারতমাতার বক্ষে জীবন্মৃত অবস্থায় স্থিতি করিতেছে। ইহাদিগের প্রতি কি বিশেষ কর্ত্তব্য নাই? বিধবাদিগের সকলেই যে দুর্ভাগিনী এবং সকলকেই যে পুনর্বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আমরা

বলি না। হিন্দুবিধবাদিগের মধ্যে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা দেবী অনেকে আছেন, তাহা আমরা জানি। বিধবা মাতা, বিধবা ভগিনী, বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও বিধবা কন্যা হিন্দুসংসারের লক্ষ্মী হইয়া আত্মসুখ বিসর্জন-পূর্ব্বক দেহ মন প্রাণ অপরের সুখ ও মঙ্গলোন্নতির জন্য যেরূপ উৎসর্গ করিতে-ছেন, তাহা জগতে দৃষ্টান্তস্থল। যাঁহারা এইরূপ ধর্ম্মব্রত রক্ষা করিতে পারেন অথচ যাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় আছে, তাঁহারা ধর্ম্মের সুখে চির-সুখী হইয়া থাকুন। কিন্তু বৈধব্য-দশার সহিত যাঁহারা অসহায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন, অথবা পরের গলগ্রহ হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এরূপ নারীর সংখ্যা অল্প হইবে না। আবার অন্তরে ভোগ-বাসনা আছে অথচ সমাজ-শাসন বা লজ্জা সরম প্রযুক্ত যাঁহারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। রক্তমাংসের শরীর লইয়া পুরুষের মন যে কামনার অনুবর্ত্তী হয়, স্ত্রীলোকের অন্তরে সে কামনা হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। মনের বলে বা সমাজের লজ্জাভয়-শাসন-বলে যাঁহারা শমদম-পরায়ণা হইয়া সৎপথে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা প্রশংসনীয়া তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বাসনার প্রাবল্যে অথবা কুসঙ্গ, প্রলোভন বা অত্যাচারের ভয়ে কত লক্ষ লক্ষ বিধবা পাপের কূপে ডুবিয়া কুলে কালি দিতেছে অথবা কুলে বিসর্জন দিয়া অকূল নরকাবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তাহাদের প্রতি সমাজ কি চিরকাল উদাসীন থাকিতে পারেন? যদি তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকেন, তাহারা যে স্রোতে ভাসিয়াছে, তাহার গতিরোধ না করিলে সমাজ ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

দুঃখিনী বিধবাদিগের অন্ন সংস্থান অথবা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপ-যোগী কার্য্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিরুপায় অনাথা বিধবাগণ কিরূপ কার্য্য করিয়া দিনপাত করিতে পারে, বামা-বোধিনীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা তাহার তালিকা দিয়া সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। তাহার জন্য সুব্যবস্থা করিতে হইলে "টাকার ফণ্ড" ও কার্য্যসহায় লোক আবশ্যক। এ বিষয়ের প্রসঙ্গ পুনরায় করা যাইবে।

বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা এখন পুনর্বিবেচ্য। ইহা কেন অবৈধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে? যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভারতের গৌরবস্থল সূর্য্য-বংশ* ও চন্দ্রবংশ বিধবাদিগের সন্তানদ্বারাই রক্ষা পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বিধবা বিবাহিত হইতেছেন, তাঁহারা অনেকে সুসন্তানবতী হইয়া সুখে সচ্ছন্দে গৃহধর্ম্ম পালন করিতেছেন। পূর্ব্বতন বিধবাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা কেন হেয় হইবেন? যদি বিধবার প্রতি পূর্ব্বের যে কুসংস্কার ছিল না, বর্ত্তমানে তাহা হয়, তাহা হইলে শিক্ষ

* সূর্য্যবংশের ভগীরথ এবং চন্দ্রবংশের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুরাজ বিধবার সন্তান।